ব্রিটেনের সেরা ইমাম ও মসজিদ সম্মাননা পুরস্কার ঘোষিত হল

সারে-জমিন

কৃষি জমিতে সরকারি প্রকল্পের প্রতিবাদে চাষিরা

রূপসী বাংলা

এক ইহুদির খোলাচিঠি

সম্পাদকীয়

মহাকবি হাফিজ সিরাজী

রবি-আসর

জেতার ছন্দ বজায় রাখল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৩ ডিসেম্বর, ২০২৩
১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১৮ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 325 ■ Daily APONZONE ■ 3 December 2023 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোদির ছবিসহ সেলফি জোন গড়ার নির্দেশ ইউজিসির

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি ইউজিসির তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ সেলফি পয়েন্ট গড়ে তুলতে হবে, যেখানে পশ্চাদপটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাট আউট থাকবে। তার সামনে গিয়ে সেলফি তুলবেন পড়ুয়া ও শিক্ষকরা। ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে এই সেলফি পয়েন্ট স্থাপন করতে বলায় শনিবার কেন্দ্রের চরম সমালোচনা করেছে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনও বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের সমালোচনা করে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী= ফটোমন্ত্রী। মিঃ @ narendramodi আপনি কি জানেন, ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনার ছবি সহ 'সেলফি পয়েন্ট' স্থাপন করতে বলেছে।'
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, ১০ বছরের শেষের দিকে ভারতের মানুষ অসুস্থ এবং আত্মপ্রচারের এই ঘৃণ্য স্তরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং খুব শীঘ্রই উপযুক্ত উত্তর দেবে। তিনি বলেন, আমাদের সেলফি-আসক্ত ও আত্ম-অনুরাগী প্রধানমন্ত্রী লোকসভা নির্বাচনের আগে এতটাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন যে তিনি নিজের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি বাঁচাতে কোনও প্রচেষ্টা ছাড়ছেন না।

আজ চার রাজ্যে ভোট গণনা, লোকসভার আগে অ্যাসিড টেস্ট

আপনজন ডেস্ক: আজ রবিবার ৪টি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল, সাধারণ নির্বাচনের আগে বিজেপি ও কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী পরীক্ষার মুখোমুখি হবে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড় এবং তেলেঙ্গানার বিধানসভা নির্বাচনে রবিবার ভোট গণনা হবে, যা ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের আগে সেমি-ফাইনাল প্রতিযোগিতা হিসাবে দেখা হচ্ছে।
রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস এবং মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতাসীন বিজেপি এই তিনটি রাজ্যে সরাসরি লড়াই করছে, অন্যদিকে কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের নেতৃত্বাধীন ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) তেলেঙ্গানায় হ্যাটট্রিকের আশা করছে।মধ্য প্রদেশের ২৩০টি আসন, ছত্তিশগড়ের ৯০টি আসন, তেলেঙ্গানার ১১৯টি আসন এবং রাজস্থানের ১৯৯টি আসনের ভোট গণনা সকাল ৮টা থেকে শুরু হবে। নির্বাচন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র বৈধ পাসধারী ব্যক্তিরা গণনা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন। এই চারটি রাজ্যের পাশাপাশি মিজোরামের বিধানসভা নির্বাচন ৭ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
মিজোরামে ভোট গণনা হবে ৪ ডিসেম্বর, শুক্রবার ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। মধ্যপ্রদেশের ২৩০টি বিধানসভা আসনের গণনা হবে ৫২টি জেলা সদরে। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং তাঁর পূর্বসূরি ও প্রতিদ্বন্দ্বী কমল নাথের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বসহ ২,৫৩৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ২৩০টি আসনের মধ্যে ৪৭টি তফসিলি উপজাতির জন্য এবং ৩৫টি তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহান (বুধনি আসন থেকে) এবং রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি নাথ (ছিন্দওয়াড়া) ছাড়াও তিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ভাগ্য নির্ধারণ করবে।
রাজস্থানের ১৯৯টি আসনে ১৮০০ জনেরও বেশি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যেখানে গত তিন দশক ধরে প্রতি পাঁচ বছরে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে ক্ষমতা রদবদল হয়েছে। ছত্তিশগড়ে সকাল ৮টা থেকে পোস্টাল ব্যালট গণনা শুরু হবে। পোস্টাল ব্যালট গণনার আধা ঘণ্টা পর ইভিএম থেকে ভোট গণনার প্রক্রিয়া শুরু হবে। মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল, উপ-মুখ্যমন্ত্রী টিএস সিং দেও (উভয়ই কংগ্রেসের) এবং ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং সহ মোট ১,১৮১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তেলেঙ্গানায় বিআরএস সুপ্রিমো চন্দ্রশেখর রাওসহ মোট ২,২৯০ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বিআরএস ১১৯টি আসনের সবকটিতে প্রার্থী দিয়েছে। মিম নটি নয়টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে।

মহুয়াকে সমর্থন জানিয়ে অধীরের চিঠি স্পিকারকে

লোকসভার আগে কি নতুন সমীকরণ?

আপনজন ডেস্ক: শুরু হতে যাওয়া সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার দাবি জানাল বিরোধীরা। সেই সঙ্গে কংগ্রেসের লোকসভা নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী শনিবার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখে বলেছেন, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে সংসদ থেকে বহিষ্কার করা হলে তা হবে অত্যন্ত গুরুতর শাস্তি।
স্পিকারকে লেখা চার পাতার চিঠিতে চৌধুরী সংসদীয় কমিটির বিধি ও প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়ে বলেন, বিশেষাধিকার কমিটি ও নৈতিকতা কমিটির ভূমিকা, বিশেষ করে দণ্ডের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কোনো সীমানা নেই।
স্পিকারকে লেখা চিঠিতে অধীর বলেন, 'মহুয়া মৈত্রকে সংসদ থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ করার বিষয়ে এথিক্স কমিটির সুপারিশ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন যদি সঠিক হয়, তাহলে সম্ভবত এটিই হবে লোকসভার এথিক্স কমিটির প্রথম সুপারিশ।
তিনি আরও বলেন, সংসদ থেকে মহুাকে বহিষ্কার করা হলে তা হবে একটি অত্যন্ত গুরুতর শাস্তি এবং এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে।
পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান অধীর চৌধুরী বলেন, স্বাধিকার রক্ষা কমিটি এবং এথিক্স কমিটির ভূমিকা স্পষ্ট নয়। কোনটি আচরণবিধি, কোনটি অনৈতিক আচরণ, তার কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, এথিক্স কমিটির সুপারিশ চেয়ারম্যান এবং অন্য কয়েকজন সদস্য প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন কী করে। শুধু তাই নয়, চেয়ারম্যান তা নিয়ে মতামতও জানিয়েছেন।
চিঠিতে তিনি বলেন, কমিটি যে পদ্ধতি অনুসরণ করছে তা সহ এই বিষয়গুলি গভীর মনোযোগের প্রয়োজন হতে পারে এবং স্পিকারের নির্দেশনায় প্রক্রিয়াগুলি সুশৃঙ্খল করা যেতে পারে।
অধীর বলেন, আমি মনে করি না, মহুয়া কোনও অন্যায় করেছেন। সাংসদ তো সংসদে প্রশ্ন করবেনই। অপছন্দের প্রশ্ন হলে সাংসদের মুখ বন্ধ করার জন্য কেন এত ব্যস্ততা। তবে, 'ক্যাশ ফর কোয়েরি' মামলায় মৈত্রকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে লোকসভার এথিক্স কমিটির রিপোর্ট সোমবার লোকসভায় পেশ করা হবে। লোকসভা সচিবালয় থেকে প্রচারিত এজেন্ডা পেপার অনুযায়ী, এথিক্স কমিটির চেয়ারপার্সন বিনোদ কুমার সোনকর প্যানেলের প্রথম রিপোর্টটি হাউসের টেবিলে উত্থাপন করবেন।
প্রসঙ্গত, গত ১৫ অক্টোবর তৃণমূল সাংসদ মহুয়ার বিরুদ্ধে 'ঘুষ ও উপহারের বিনিময়ে প্রশ্ন' করার অভিযোগ করেছিলেন বিজেপির সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এবং মহুয়ার প্রাক্তন বান্ধব জয় অনন্ত দেহাদ্রাই। মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানির কাছ থেকে 'ঘুষ' নিয়ে সংসদে আদানি শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন করেছেন। এরপর মহুয়ার বিরুদ্ধে 'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন' অভিযোগের ভিত্তিতে লোকসভার এথিক্স কমিটি তদন্ত করে। গত ৯ নভেম্বর কমিটির বৈঠকে মৈত্রকে লোকসভা থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে রিপোর্ট গৃহীত হয়।
উল্লেখ্য, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সভাপতিত্বে শনিবার সংসদে রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী, কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ, গৌরব গগৈ, প্রমোদ তিওয়ারি, তৃণমূল নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) নেতা ফৌজিয়া খান। তৃণমূলের লোকসভার নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আমরা খবর পাচ্ছি, আমাদের সাংসদকে বহিষ্কার করা হবে। এখিক্স কমিটির সুপারিশ বাইরে এল কী করে, জানতে চাই। তিনি সংসদে এ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবি জানান।
তবে, রাজনৈতিক মহলের ধারণা সবাইকে অবাক করে দিয়ে যেভাবে অধীর মহুয়ার সমর্থনে চিঠি লিখেছেন তা রাহুল গান্ধির নির্দেশে। লোকসভা নির্বাচনের আগে মহুয়াকে অধীরের সমর্থন তৃণমূলের প্রতি জোটের বার্তা কিনা তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। কারও মতে, অধীরের বিরুদ্ধে যাতে তৃণমূল কোনও জোরদার প্রার্থী না দেন তার জন্য হয়তো রাস্তা খোলা রাখছেন অধীর।

'পর্দানসীন' মহিলাকে পর্দা ছাড়া থানায় আনায় পুলিশ প্রধানকে দিল্লি হাইকোর্টের নোটিশ

আপনজন ডেস্ক: চাঁদনী মহল থানায় ওড়না ছাড়াই তাঁকে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে গভীর তদন্ত ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়ে দিল্লি পুলিশ কমিশনারকে নোটিশ পাঠিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট।
বিচারপতি সৌরভ ব্যানার্জির বেঞ্চ এই নোটিশ জারি করে সংশ্লিষ্ট সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে।
বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, ২০২৩ সালের ৬ নভেম্বর রাত ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চাঁদনী মহল থানার ভিতরে ও আশেপাশে লাগানো সমস্ত ক্যামেরার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে।
আবেদনকারীর বাসভবনের নিকটবর্তী সমস্ত ক্যামেরার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
অ্যাডভোকেট এম সুফিয়ান সিদ্দিকীর মাধ্যমে দায়ের করা পিটিশনে আবেদনকারী দাবি করেছেন, গত ৬ নভেম্বর তিনি যখন তাঁর বাড়িতে একা ছিলেন, তখন বেশ কয়েকজন পুলিশ অফিসার জোর করে ঢুকে পড়েন এবং জোর করে তাঁকে ওড়না ছাড়াই তাঁর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যান।
তিনি দাবি করেছেন যে তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং "প্রায় ১৩ ঘন্টা ধরে অবৈধভাবে আটক রাখা হয়েছিল"।
পিটিশনে বলা হয়েছে, তাকে শারীরিক নির্যাতনসহ অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ করা তার মর্যাদা এবং সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার এবং জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের (ইউডিএইচআর) ৩, ৫ ও ৭ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মানবাধিকারলঙ্ঘন করে। পিটিশনে বলা হয়েছে, "এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, সিআরপিসি-র ৪৬(৪) ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, যা স্পষ্টভাবে সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের পরে কোনও মহিলাকে গ্রেপ্তার করা নিষিদ্ধ করে, যদি না ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে।
আবেদনে দিল্লি পুলিশকে ধর্মীয় বিশ্বাস হিসাবে বা যে কোনও ধর্মের সাথে সম্পর্কিত তাদের ব্যক্তিগত পছন্দের অংশ হিসাবে 'পরদা' পালনকারী সমস্ত মহিলাদের পবিত্র ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি এবং অনুশীলন সম্পর্কে সংবেদনশীল করার নির্দেশ দেওয়ার ও অনুরোধ করা হয়েছে।

ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার ৩৯ বছর: বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে

আপনজন ডেস্ক: ৩৯ বছর পরেও বিশ্বের বৃহত্তম শিল্প বিপর্যয় ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার ভয়ঙ্কর স্মৃতি মুছে ফেলা যাচ্ছে না। এই গ্যাস কেলেঙ্কারিতে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে, তাদের সন্তান ও প্রজন্ম এখনো এই বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে ভুগছে। সরকার ত্রাণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে কিন্তু সেগুলি অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছে। যেখানে গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেখানে এখনও বিষাক্ত বর্জ্য পড়ে আছে। সরকারের সব দাবি সত্ত্বেও এই বিষাক্ত বর্জ্য পোড়ানো যায়নি। বিচার ও ত্রাণের জন্য লড়াই করা বহু মানুষ মারা গেছেন। দোষীদের শাস্তির বিষয়টি এখনো আদালতে ঝুলে আছে। ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ে ১৫০০০ এরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ শিল্প দুর্ঘটনা। ১৯৮৪ সালের ২ থেকে ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। এ দুর্ঘটনার জেরে লাশে ঢেকে যায় শহর। আসলে ইউসিআইএল কারখানাটি ইউনিয়ন কার্বাইড দ্বারা ১৯৬৯ সালে ভোপালে নির্মিত হয়েছিল। যেখানে মিথাইল আইসোসায়ানাইড থেকে কীটনাশক উৎপাদন শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে এখানে মিথাইল আইসোসায়ানাইড উৎপাদনের জন্য একটি নতুন কারখানা খোলা হয়। কিন্তু কর্মকর্তারা এর নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেননি। ফলাফল আসে ২ ও ৩ ডিসেম্বর রাতে। কারখানার A610 নম্বর ট্যাঙ্কে জল পড়ে। মিথাইল আইসোসায়ানেটে জল যোগ করার ফলে ট্যাঙ্কের ভিতরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং বিষাক্ত গ্যাস তখন বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। পনের হাজারের বেশি মৃত: প্রায় ৪৫ মিনিটের মধ্যে প্রায় ৩০ মেট্রিক টন গ্যাস নির্গত হয় বলে জানা গেছে। এই গ্যাসের মেঘ পুরো শহরের বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর সাথেই শহরে শুরু হয় মৃত্যুর মিছিল। এই গ্যাসের কারণে ১৫ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে। সরকারিভাবে প্রাথমিকভাবে মৃতের সংখ্যা ২২৫৯। মাত্র দুই সপ্তাহে ৮০০০ মানুষ মারা যায়। বাকি ৮০০০ মানুষ গ্যাসজনিত রোগে মারা গেছে। বিষাক্ত গ্যাসে অক্রান্ত হওয়অ, মানুষজন আজও বিচারের আশায় নীরবে নিভৃতে কেঁদে চলেছে।

'বোসবাড়ি'র তত্ত্বাবধানে চলা আমানতি মসজিদ এখন সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

শেখ কামাল উদ্দীন ● বারাসত

আপনজন: মসজিদে তখন শুক্রবারের জুম্মার নামাজের আজানের ধ্বনি। আজান দিচ্ছেন মসজিদের মুয়াজ্জেন সারাফাত আলি। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা পাশাপাশি তিন-চারটি গ্রাম থেকে আসছেন মসজিদে শুক্রবারে জুম্মার নামাজ পড়তে। আর ঠিক মসজিদের বাইরের ফাঁকা জায়গাটায় সুন্দর করে সাজানো চেয়ারে বসে রয়েছেন কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, অধ্যাপক অমলেন্দু দেবনাথ, তাপস মৈত্র প্রমুখরা। তাদের পানির বোতল, গোলাপ ফুল আর মিষ্টি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন বোসবাড়ির বর্তমান কর্ণধার দীপক কুমার বসুর উত্তরসূরী পার্থসারথি বসু, পাপিয়া বসু, বেবি বসু প্রমুখরা। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনায় বারাসত মহকুমার পশ্চিম ইছাপুর গ্রামের। গ্রামের মসজিদে যেটি 'বোসবাড়ির মসজিদ' নামে পরিচিত, সেখানকার। 'প্রগতি লেখক সংঘ' ও 'ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ' নামে দু'টি সংস্থার পক্ষ থেকে মসজিদ প্রাঙ্গণে একটি মত বিনিময় সভায় এই চিত্র দেখা গেল। ভারতব্যাপী 'ঢাই আখর প্রেম' নামাঙ্কিত সংস্কৃতি পদযাত্রার অঙ্গ হিসেবে ওই দুটি সংস্থার রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে অন্যান্য সদস্যরা ওই মসজিদে যান। নবপল্লীর ছোটবাজার মোড়ে গান্ধীমুক্তিতে মাল্যদান করে এই পদযাত্রার সূচনা করেন 'প্রগতি লেখক সংঘ'-র রাজ্য সভাপতি কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর। ভারত এবং বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দু মুসলিমের একটি অংশ পরস্পরের সম্পত্তি বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এবং অধুনা বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। তারই সূত্র ধরে এখন থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে বারাসাতের পশ্চিম ইছাপুরে আসেন চট্টগ্রামের বসু পরিবার। এখানে বনজঙ্গলে ঘেরা জমিতে দেখতে পান একটি 'মেম্বার'। তিনি বুঝতে পারেন এখানে নিশ্চয়ই একসময় নামাজ পড়া হোত। কিন্তু কালক্রমে সেখানে নামাজ পড়া বন্ধ হয়ে যায়। তারা যোগাযোগ করেন এখানকার পূর্বতন বাসিন্দাদের সঙ্গে এবং ঘটনাটি জানান। প্রত্যুত্তরে এখানকার তদানীন্তন জমির মুসলমান মালিকরা, যাঁরা বাংলাদেশে রয়েছেন জানান, যেহেতু তারা জমি বিনিময় করে এসেছেন, ফলে তাদের যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। বসু পরিবার সিদ্ধান্ত নেন, জঙ্গল পরিষ্কার করে যাতে আবার নিয়মিত নামাজ আদায় যাতে সেই চেষ্টা তারা করবেন। সেই থেকে বসু পরিবারের বর্তমান প্রজন্মও মসজিদ দেখভাল করছেন। ওই পরিবারের বর্তমান উত্তরাধিকারী পার্থসারথী বসু জানান, তিনি নিজে সারা রমজান মাস রোজা রাখেন এবং সাধারণ রোজাদারদের সঙ্গে ইফতারও করেন। অন্যান্য মুসলিম অনুষ্ঠানগুলিও মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। কোনো মানুষের কাছ থেকে কোনো চাঁদা তারা নেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে ইমাম ও মোয়াজ্জিনরা ভাতা পেয়ে থাকেন। এলাকার মানুষও তাদের ব্যবহারে খুশি। ভবিষ্যতে নিজেদের অর্থে এই মসজিদের উন্নতি সাধনে তারা বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যেই নতুন প্রবেশদ্বার তৈরি হয়েছে। শীঘ্রই অন্যান্য কাজ করা হবে বলে জানান ওই পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের বধূ পাপিয়া বসু। একদিকে দেশে যখন ঘৃণাভাষণে একটি সম্প্রদায়কে নিশানা করা হচ্ছে তখন বারাসাতের বসু পরিবারের এই সদিচ্ছা সম্প্রীতির একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে এলাকায় পরিচিত হয়ে আসছে।

ATTENTION PLEASE !

SRM Talent Search

Our WebApp for Students Registration & Centre Registration : www.srmts.org.in

এস. আর. এম .ট্যালেন্ট সার্চ

পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি (বিজ্ঞান বিভাগ)-র ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহন করতে পারবে।
E-mail: srmtswb@gmail.com Ph- 8274096186 / 7063811244

TOTAL SCHOLARSHIP AMOUNT 8 LAKH'S (CASH) & HOSTEL BENEFIT EXTRA

SRM-TALENT SEARCH : 2023
পরীক্ষার তারিখ ঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০২৩ (রবিবার)

সংস্থার লক্ষ্য : এস,আর, এম-ট্যালেন্ট সার্চ- এর মূল লক্ষ্য হলো সমাজের সমস্ত হিন্দু, মুসলিম, খ্রীস্টান সহ অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মেধাবী ও দুস্থ পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুস্থ ও শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটানো এবং তাদের মধ্য থেকে মেধার অন্বেষন করে মেধাবী ও দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক পুরুস্কারের পাশাপাশি মানপত্র প্রদান করে পরবর্তী শিক্ষাজীবনে উৎসাহিত করা এবং সঠিক দিশা প্রদান করে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যারিয়ার-কে উর্দ্ধমুখী করা।

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা : সমাজসেবী, শিক্ষাসেবী, শিক্ষাবিদ,দক্ষ প্রশাসক,অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়র,চিকিৎসক ও বিভিন্নক্ষেত্রের গুনিজনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তত্বাবধানে গঠিত " টিম- এস,আর, এম-ট্যালেন্ট সার্চ "- কোনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছাড়াই শুধুমাত্র মেধার অন্বেষন ও বিকাশ ঘটিয়ে সমাজে শিক্ষার অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সহায়তা কারাই এই সংস্থার একমাত্র এজেন্ডা।

সিলেবাস ও পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রতি শ্রেণিতে প্রথম সফল ১০০ জনের জন্য আবাসিক মাসিক স্কলারশিপ

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩২৫ সংখ্যা, ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ১৮ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

শুভ-অশুভের লড়াই

স্কটিশ লেখক রবার্ট লুইস স্টিভেনসন ১৮৮৬ সালে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইড'। একই মানুষের দুইটি রূপ ছিল—ভালো সত্তাটি হইল 'ডক্টর জেকিল' এবং খারাপ সত্তাটি মিস্টার হাইড। গ্রন্থটির মূল বক্তব্য এক কথায় :মানুষ একই সঙ্গে দেবতা ও দানব। এই চিত্র আমরা সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই। শুভ সত্তাসম্পন্ন ডক্টর জেকিলদের মাধ্যমে পৃথিবী মানুষের জন্য একদিকে বসবাস উপযুক্ত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিবে, অন্যদিকে অশুভ সত্তার 'মিস্টার হাইডদের' মাধ্যমে পৃথিবী অগ্রসর হইতে থাকিবে ধ্বংসের দিকে। ইহা যেন শুভ-অশুভের লড়াই। প্রসঙ্গক্রমে আমরা স্মরণ করিতে পারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তিনসঙ্গী' গল্পের 'শেষ কথা'র আংশটি। অচিরা তার নানাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি সেদিন বলছিলে না, মানুষের সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে? তার অভিব্যক্তি বায়োলজির নয়।' তখন দাদু বলিলেন, '...পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরো তপস্যা সামনে আছে, আরো স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে, তবে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।'

অর্থাত্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে জানাইয়াছেন, এই সভ্যতা যতই আগাইয়া যাইবে ততই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়িবে। অন্যদিকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বৈজ্ঞানিক অ্যাভি লোয়েব বলিয়াছেন, যেই দিন মানুষ প্রযুক্তির শীর্ষে পৌঁছাইয়া যাইবে, সবচাইতে উন্নত প্রযুক্তিগত ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে, সেই দিন মানবজাতি ধ্বংসের মুখে পৌঁছাইয়া যাইবে। তিনি মনে করেন, 'মানুষের লোভের কারণে যেইভাবে পৃথিবীর অবস্থা দিনদিন খারাপ হইতেছে, তাহাতে মনে হয় না মানুষ আর খুব বেশি দিন পৃথিবীতে থাকিতে পারিবে। তিনি বলেন, 'ক্লাইমেট চেঞ্জ তো রহিয়াছেই, তাহার সহিত মানুষের তৈরি দুইটি আরো ভয়ংকর সমস্যা সম্মুখীন হইবে পৃথিবী। প্রথমটি মহামারি। দ্বিতীয়টি যুদ্ধ। ইতিমধ্যে জলবায়ুর লাগাতার পরিবর্তনে হিমবাহ দ্রুত গলিয়া যাইতেছে। সমুদ্রের উচ্চতা প্রতিনিয়ত বাড়িতেছে। কয়েক শত বত্সর ধরিয়া ঘুমাইয়া থাকা আগ্নেয়গিরিগুলি পুনরায় জাগিয়া উঠিতেছে। দাবানলের সংখ্যা বাড়িতেছে দিনকে দিন। অন্যদিকে বিভিন্ন শক্তিধর দেশে শত শত পারমাণবিক বোমা বসানো-ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা আছে। অন্তত ১ হাজার ৮০০ পরমাণু বোমা রহিয়াছে, যেইগুলি খুব স্বল্প সময়ের নোটিশে নিক্ষেপ করা যাইবে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইতিপূর্বে বলিয়াছে, বর্তমানে বিশ্বে যেই পরিমাণ পরমাণু বোমা মজুত রহিয়াছে তাহা দিয়া সমগ্র বিশ্বকে ৩৮ বার পুরাপুরি ধ্বংস করিয়া ফেলা যাইবে।

সুতরাং পৃথিবীতে চলিতেছে শুভ-অশুভ শক্তির দ্বন্দ্ব। মানুষই দেবতা, মানুষই দানব। উভয় শক্তিরই দড়ি টানাটানি হইতেছে। যাহার জোর অধিক তাহারই জয় হইবে। কাজী নজরুলের মতো বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া জাহান্নামের আগুনে বসিয়া পুষ্পের হাসি দেওয়া কি কাহারো পক্ষে সম্ভব? এই পৃথিবীকে রক্ষা করিতে হইলে শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইবে শুভ সত্তার, যাহাতে বিনাশ ঘটানো সম্ভব হয় দানবসত্তার। আমরা কেবল আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারি, বিধ্বংসী ঝড়বৃষ্টির পর প্রকৃতি শান্ত হইবে, দিকে দিকে যুদ্ধ-অশান্তি-নরহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞের পর সকলের নিশ্চয়ই উপলব্ধি ঘটিবে—এই পৃথিবী মানবের তরে, দানবের তরে নহে।

ফিলিস্তিন সমস্যা, আমেরিকার অস্ত্র ব্যবসা ও পুঁজিপতিদের খেল

যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিমালিকানায় পুঁজির অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ২০টি বহুজাতিক কোম্পানির ১৬টির মালিক মার্কিনরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল আগে থেকেই অস্ত্র তৈরি ও অস্ত্রের ব্যবসায় যুক্তরাষ্ট্র সাফল্যের স্বাক্ষর রাখে। অস্ত্র ব্যবসায় পুঁজির বিনিয়োগ অনেক বেশি লাভজনক বলেই পুঁজিপতিরা এই খাতেই বিনিয়োগ করছেন। অস্ত্র ব্যবসার এই সাফল্য মার্কিন আধিপত্যের ভিত্তি মজবুত করেছে। লিখেছেন **এন এন তরুণ।**

© Sascha Thelen/dpa/picture alliance

জেমস সাইফারের 'পলিটিক্যাল ইকোনমি অব সিস্টেমেটিক ইউএস মিলিটারিজম' পড়ার আগে আরও কিছু জ্ঞান থাকলে ফিলিস্তিনি সমস্যা বুঝতে সুবিধা হবে। এই জ্ঞান মার্ক্সীয় দর্শনে পাওয়া যাবে। 'পুঁজি পুঁজির মালিককে আরও পুঁজি আহরণে তাড়িত করে'—কার্ল মার্ক্সের এই তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত আছে মার্কিনদের ক্রমবর্ধমান অস্ত্র ব্যবসার রহস্য।

যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিমালিকানায় পুঁজির অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ২০টি বহুজাতিক কোম্পানির ১৬টির মালিক মার্কিনরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল আগে থেকেই অস্ত্র তৈরি ও অস্ত্রের ব্যবসায় যুক্তরাষ্ট্র সাফল্যের স্বাক্ষর রাখে। অস্ত্র ব্যবসায় পুঁজির বিনিয়োগ অনেক বেশি লাভজনক বলেই পুঁজিপতিরা এই খাতেই বিনিয়োগ করছেন। অস্ত্র ব্যবসার এই সাফল্য মার্কিন আধিপত্যের ভিত্তি মজবুত করেছে। জেমস সাইফার তাঁর নিবন্ধে লিখেছেন, 'প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এবং তার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র দেশে দেশে যুদ্ধ উসকে দিয়ে মূলধন গঠন করে ব্যাপকভাবে লাভবান হয়েছে।' এ কথার সত্যতা পাই যখন দেখি, ইউরোপ ও এশিয়া থেকে যুদ্ধাস্ত্রের অর্ডার পেতে শুরু করার পর থেকে ইতিহাসখ্যাত মহামন্দা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয় যুক্তরাষ্ট্র। ফলে ১৯৪০ সালের জুন থেকে সামরিক খাতের ব্যয়ও বেড়ে যায় বছরে ৬০০ শতাংশ, যা ১৯৪৩-৪৪ সাল নাগাদ জিডিপির ৪২ শতাংশে দাঁড়ায়। অনেকেই আমেরিকান ইকোনমিকে মিলিটারি ইকোনমি বলে থাকেন।

১৯৩৯-৪৪ সাল নাগাদ, সামরিক খাত ১৫ মিলিয়ন শ্রমিক নিয়োগ করেছে, প্রকৃত জিডিপিতে ৫৪ শতাংশের উল্লম্ফন ঘটেছে এবং বেকারত্বের হার নেমে গিয়েছিল মাত্র ১ দশমিক ৪-এ, যা ইতিহাসে সর্বনিম্ন। ঐতিহাসিকভাবে মার্কিন অর্থনীতির এই অবস্থাকে বর্ণনা করা হয়েছে 'গানজ অ্যান্ড বাটার' অভিধায়। প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও তারা অভাবনীয় উদ্ভাবনী লাভ করল। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে অন্তত ২০টা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনী তারা আয়ত্ত করে। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মার্কিন অর্থনীতিবিদদের একটি দল তৈরি হলো, যারা মিলিটারি কেইনসিয়ানিস্ট হিসেবে পরিচিতি পেল। তাদের দেওয়া ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী, বিরাট মিলিটারি বাজেট ব্যাপকভাবে মূলধন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করল এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে অভাবনীয় উল্লম্ফন ঘটাল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মার্কিন অর্থনীতিতে আবার স্থবিরতা দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সামরিক হুমকি মার্কিন অর্থনীতির জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। তখন বিবেচনামূলক রাজস্বনীতির আলোকে, নাকি 'সামাজিক কেইনসিয়ানিজমের' নীতির আলোকে স্থবিরতা দূর করার চেষ্টা করা হবে—এ দুইয়ের বিতর্কের সমাধান হয় ১৯৫০ সালে প্রণীত এন এইচ সি-৬৮ শীর্ষক গোপন জাতীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে, যা উল্লেখিত 'গানজ অ্যান্ড বাটার' অ্যাপ্রোচ তথা কর্মপন্থা।

আমেরিকার কাউন্সিল অব ইকোনমিক অ্যাডভাইজারজ-এর চেয়ারম্যান লিওন কেইসারলিং 'সামাজিক কেইনসিয়ানিজমের' নীতিবাদ দিয়ে ব্যাপক সামরিক ব্যয় বাড়ানোর প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাব বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে পেন্টাগনের অস্ত্র বিক্রির চুক্তি ১৯৫০ সালের ১৪ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ১৯৫১ সালে ৫১ দশমিক ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়, যা জিডিপির ১৫ দশমিক ১ শতাংশ। জিডিপির এই বিশাল উল্লম্ফন ঘটেছে পেন্টাগনের অস্ত্র বিক্রির কারণে।

সম্পদের মালিক হলেন। এই বিপুল সম্পদের মালিক হওয়ার পেছনে আরেকটি হাতিয়ার হলো শ্রমশোষণ। একটি উদাহরণ দিই। ১৯৭৯ থেকে ২০১৯ কালপর্বে শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা বেড়েছে বার্ষিক ১ দশমিক ৩৩ শতাংশ হারে, কিন্তু শ্রমিকের মজুরি বেড়েছে মাত্র শূন্য দশমিক ৩৪ শতাংশ। এ জন্যই যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে সবচেয়ে ধনীর দেশ ও সবচেয়ে গরিব মানুষের দেশ।

১৯৮০-এর প্রথমার্ধ পর্যন্ত মার্কিনরা রাষ্ট্রীয় তহবিলে চালিত 'ব্লু-স্কাই'খ্যাত মিলিটারি রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্টের ব্যাপক উন্নতি ঘটায়। আমূল পরিবর্তন হয় উৎপাদন কাঠামোতে। সমরাস্ত্র তৈরি প্রাধান্য পায় এবং রাষ্ট্রের উদ্যোগে ও রাষ্ট্রের তহবিলে চালিত সামরিক খাতই মার্কিন অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির ভিত্তি হয়ে ওঠে। সামরিক ব্যয় অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের তুলনায় অনুপাতের চেয়ে বেশি হারে লাভ হয় এবং অন্য যেকোনো বিনিয়োগের চেয়ে সমরাস্ত্রে বিনিয়োগ জিডিপির ওপর বেশি প্রভাব ফেলে—এটাই হলো তথাকথিত 'মিলিটারি কেইনসিয়ানিজম' তত্ত্বের ভিত্তি। ফলে মার্কিন নীতিনির্ধারকদের মধ্যে কেইনসের তত্ত্বের প্রভাব হ্রাস পায় (পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং সংগঠিত শ্রমের সহায়কনীতি কেইনসীয় তত্ত্বে একটি দিক)। তারা কেইনসীয় তত্ত্ব পরিহার করে নয়া উদারনীতিবাদের দিকে ঝোঁকে। অর্থাৎ তারা আরও বেশি ধনতান্ত্রিক ও বাজারনির্ভর নীতি গ্রহণ করে।

ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলার সমর্থনে ইসরায়েলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলার সমর্থনে ইসরায়েলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তবু রিগান আমলে কেইনসীয় তত্ত্ব পরিহারের মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্র মিলিটারি কেইনসিয়ানিজম অব্যাহত রেখেছিল। ২০০১ সালের প্রথম দিকে 'ডটকম বুদবুদ' একটি মন্দা শুরু করার পর, ১১ সেপ্টেম্বর মিলিটারি কেইনসিয়ানিজমের আরেকটি পর্বের দরজা খুলে দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকেরা ও রাষ্ট্র সমরাস্ত্রে তাঁদের বিনিয়োগ থেকে যেভাবে লাভবান হয়েছেন, যেভাবে আরও পুঁজির মালিক হয়েছেন, তা তাঁরা ভুলতে পারেন না। এভাবে জাতিগতভাবেই একটি লোভী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় মার্কিনরা। পুঁজিপতির আরও পুঁজি আহরণের এই আকাঙ্ক্ষার কথাই উল্লেখিত মার্ক্সীয় তত্ত্বে বিবৃত। মার্কিনরা কেন যুদ্ধ বাধায় ও জিইয়ে রাখে, এই তত্ত্ব বিশ্ববাসীকে এটা বুঝতে সাহায্য করে।

একদিকে রাশিয়া ও চীন আর অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র—এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা হিসেবে নিই এবং পার্থক্যটা বোঝার চেষ্টা করি। প্রথম দুই দেশে সামরিক খাত রাষ্ট্রায়ত্ত বা বড়জোর ব্যক্তি-রাষ্ট্রের যৌথ প্রকল্প এবং সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক খাত মূলত ব্যক্তিমালিকানায়, যার ওপর রাষ্ট্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বরং ব্যক্তি খাত সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রমাণ, কোনো সরকারপ্রধান বা সরকার ইচ্ছা করলেও 'গান কন্ট্রোল' তথা মারণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করাতে পারছে না। কারণ, শিল্পমালিকেরা সরকারের চেয়েও বেশি শক্তিশালী।

'মানবতাবাদী' প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা নির্বাচিত হওয়ার পর একটা দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়েছিলেন যে এত মিলিয়ন ডলার চাঁদা সংগ্রহ করতে পারলে তিনি নির্বাচনে জয়ী হতে পারবেন। নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, তাঁর কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ তহবিল জোগাড় করতে পারার কারণেই তিনি জয়ী হতে পেরেছিলেন। রাজনীতিকদের চাঁদা প্রদান একধরনের বিনিয়োগ। কারণ, এভাবে তাঁরা তাঁদের অনুকূলে আইনকানুন তৈরি করে নিতে পারেন। ঠিক এই কারণেই, বন্দুক তৈরির কারাখানার মালিকদের বিপরীতে সরকার আইন পাস করতে পারে না। ২০২২ সালের ৬ জুনের হিসাব অনুযায়ী, ৮০টি দেশে যুক্তরাষ্ট্রের ৭৫০ সামরিক ঘাঁটি এবং ১৫৯ দেশে মোট ১ লাখ ৭৩ হাজার সেনা মোতায়েন আছে। এতে যে বিপুল পরিমাণ মানববিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যবহার হয়, তার জোগানদাতা ব্যক্তি খাতে মারণাস্ত্র প্রস্তুতকারী শিল্পমালিকেরা। এই মারণাস্ত্র প্রস্তুতকারী শিল্পমালিকেরাই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রণেতা। সে জন্য গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে গাজায় যে হামলা চলেছে, যেভাবে নারী ও শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে, তা বন্ধের জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের বিপক্ষে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র অবস্থান করেছে। জো বাইডেন নিজেই অস্ত্র ব্যবসার সুবিধাভোগী। এমনকি ইচ্ছা করলেও তিনি অস্ত্রশিল্পমালিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারবেন না। কারণ, পুঁজিপতিরাই সেখানে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

মার্কিন ইতিহাসবিদ, ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক রোক্সান দুনবার-অর্তিজ তাঁর 'অ্যান ইন্ডিজিনাস পিপলস হিস্ট্রি অব ইউনাইটেড স্টেটস' বইয়ে মার্কিনদের সর্বগ্রাসী মনোভাব ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি নিজেও আইরিশ বংশোদ্ভূত শ্বেতাঙ্গ নারী। তাঁর পূর্বপুরুষও সেটেলার তথা বসতি স্থাপনকারী, যাঁরা উড়ে এসে জুড়ে বসে রেড ইন্ডিয়ানদের জায়গাজমি কেড়ে নিয়ে বসতি গড়েছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, মার্কিনদের এই সর্বগ্রাসী মনোভাব উপনিবেশবাদী মনোভাব থেকে উদ্গত। যাঁরা, বিশেষ করে ব্রিটেন থেকে, উত্তর আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন, তাঁরা আদিবাসীদের ভূমি কেড়ে নিয়ে তাঁদের নিঃস্ব করে দিয়েছেন এবং এটা করতে গিয়ে তাঁদের ওপর সীমাহীন অত্যাচার চালিয়েছেন।

মার্কিনদের মহামন্দা কাটাতে প্রফেসর কেইন্স যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন, তাতে অর্থনীতিকে পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে না দিয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কেইন্সের ব্যবস্থাপত্রই যুক্তরাষ্ট্রকে মহামন্দা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। কিন্তু এরপর তারা কেইন্সের নীতি পরিহার করে নয়া উদারতাবাদের নীতি গ্রহণ করে, যার প্রবক্তা হায়েক, ফ্রিডম্যান, বুকানন প্রমুখ দার্শনিক বা অর্থনীতিবিদ। নয়া উদারতাবাদে দেশ আরও বেশি ধনতান্ত্রিক ও বাজারনির্ভর হলো, আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ন্ত্রণ উঠে গেল, রাষ্ট্রের চেয়ে ব্যক্তি বেশি শক্তিশালী হলো।

পুঁজিপতিরাই সরকারপ্রধান বা সরকারকে প্ররোচিত করেন যুদ্ধ বাধাতে ও জিইয়ে রাখতে, আগ্রাসন চালাতে ও আগ্রাসন চালাতে সহায়তা করতে। কারণ, তাঁরাই নিজের ও অন্য দেশের সরকারের কাছে এবং সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কাছে অস্ত্র বিক্রি করেন। সেই যুদ্ধ বা আগ্রাসন চালাতে গিয়ে যদি গর্ভবতী নারীকে, এমনকি শিশুকেও হত্যা করতে হয়, তাঁরা পিছ পা হবেন না। কারণ, মুনাফার লোভে তাঁরা উন্মত্ত। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ওপর হামাসের হামলার প্রতিক্রিয়ার গাজায় ইসরায়েলি সেনাদের নির্বিচার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল না কিছুই—বসতবাড়ি, হাসপাতাল, নারী—এমনকি দুধের শিশুও। আর বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করল পুঁজিবাদের নগ্ন চেহারা।

ড. এন এন তরুণ ইউনিভার্সিটি অব বাথ, ইংল্যান্ড। সাউথ এশিয়া জার্নালের এডিটর অ্যাট লার্জ।

সৌ: প্র: আ:

এক ইহুদির খোলাচিঠি

অ্যামান্ডা গেলেনডার

এই চিঠিটা আমি লিখতে বসেছি আমার প্রিয় ইহুদি স্বজনদের উদ্দেশে। আমার স্ক্রিনে এই এখনো গণহত্যার ছবি ভেসে উঠছে। আমার হৃদয় নিংড়ানো চিঠি এটি। এই চিঠি ফিলিস্তিনিদের পক্ষে দাঁড়ানোর প্রগাঢ় আহ্বান। বলে দিতে চাই, শতাব্দীজুড়ে চলা অবিচারের মধ্যেও আমরা যেভাবে আমাদের ইতিহাস, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ধরে রেখেছি, তার প্রতি আমার গভীর মমতা আছে। আপনাদের অনেকের মতো আমিও সিনাগগে যাওয়া-আসা করেছি নিয়মিত। বড় হয়েছি প্রগতিবাদী 'আমেরিকান জিউইশ' সমাজের অংশ হয়ে। সংস্কৃতি ও ধর্মকে ধারণ করতে ইসরায়েলকে সমর্থন ও দেশটির সবকিছুর উদ্যাপন করতে হবে—এমনটাই মনের গভীরে প্রোথিত হয়েছিল। আমি যখন কলেজের প্রথম বর্ষে পড়ি, আমার বয়স যখন ১৮ তখনই প্রথম জানতে পারি, অধিকৃত ফিলিস্তিনে আসলে কী চলছে। আমার এক ইহুদি বন্ধু আমাকে একদিন জানাল কীভাবে ইসরায়েল আমাদের নাম ব্যবহার করে অপরাধ করে চলেছে। আমার বলতে সংকোচ হচ্ছে, তবু স্বীকার করতেই হবে যে আমি ওর কথা শুনেছিলাম; কারণ সে-ও ছিল ইহুদি। আমার সম্প্রদায় আমাকে বুঝিয়েছিল আমাদের নিরাপত্তা ও ভালো থাকার জন্য ইসরায়েলের টিকে থাকা প্রয়োজন। আমি যখন পেছন ফিরে তাকাই, তখন মনে হয় কেন আরও আগে আমি ফিলিস্তিনিদের বিশ্বাস করলাম না। ফিলিস্তিনিদেরই তাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা। কিন্তু সেই শৈশবেই মগজ ধোলাই করা হয়েছিল আমার, তীব্র ভয় দেখানো হয়েছিল। জায়নবাদিতা আবরণ ভেদ করে যত দিন পর্যন্ত না আমি বের হতে পেরেছি, তত দিন পর্যন্ত এই ভয় আমাকে তাড়া করে ফিরেছে। আমি যখন প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলিদের বর্বরতা সম্পর্কে জানতে পারি, আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। আমার ইহুদি মুরব্বিরা আমাকে ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, ইহুদি নৈতিকতা সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। তাঁরা বলতেন, সমাজ পরিবর্তন ও পৃথিবী সংস্কারে এসব গুণ প্রয়োজন। এটা কীভাবে বিশ্বাস করি যে আমার নিজের লোকেরাই আমার কাছ থেকে ইসরায়েলি অ্যাপারথেইড ও দখলদারির কথা গোপন রেখেছিল? আমাকে বলা হয়েছিল, ইসরায়েলিরা এক খণ্ড ফাঁকা জমিতে দেশ গড়েছিল। জায়নিস্টরা গ্রামকে গ্রাম অভিযান চালিয়ে ১৫ হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, নাকবার সময় সাড়ে ৭ লাখ মানুষকে উৎখাত করেছে—এসব খবর ওরা আমাদের কাছে গোপন রেখেছিল। তারাও কি আমার মতো সদ্যই জানল ওখানে কী ঘটছে? ইসরায়েলের ক্রমেই বাড়তে থাকা যুদ্ধাপরাধের প্রেক্ষাপটে ইসরায়েলকে সমালোচনা করাই ইহুদিবিদ্বেষ, এ কথা আর বলা চলে না। আর এখনো আমার যেসব ইহুদি বন্ধু পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জায়নবাদী জাতীয়তাবাদের ভ্রান্তিতে পড়ে আছে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা অর্থহীন। একদা যা শুনেছি তা একসময় মানতে চাইনি। যখন মানতে পেরেছি, তখন ক্ষুব্ধ হয়েছি। যাদের ওপর আমাদের আস্থা ছিল, তারা আমাদের সঙ্গে মিথ্যে বলেছিল। এমনভাবে ধোঁকা দিয়েছিল, যেন আমরা

এই অ্যাপারথেইড রাষ্ট্রের সব অপকর্মকে উদ্যাপন করেছি। তারা শিশুদের হয়রানি করুক বা আমাদের নামে নির্দয় নির্যাতন চালাক। আমার মতো ইহুদি তরুণদের ৭৫ বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর চলা গণহত্যায় জড়িত করা হয়েছে। ইহুদিদের জীবন ও জীবিকাকে সুরক্ষা দেওয়ার নামে এতকাল ভয়াবহ, অতলস্পর্শী নির্যাতন চালানো হয়েছে ফিলিস্তিনিদের ওপর। যেখানে সত্য হলো, একজন দখলদার তখনই নিশ্চিত শান্তি পান, যখন একজন ফিলিস্তিনির ওপর নির্যাতন হয়। দখলদারের অধীনে নিরাপদ জীবনযাপন অসম্ভব। আমাদের শেখানো হয়েছিল হলোকাস্টের পর ইহুদিদের জন্য ছোট্ট এক টুকরা আশ্রয়ের নাম হলো ইসরায়েল, যেকোনো কিছুর বিনিময়ে মহামূল্যবান এই বস্তুকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। ইসরায়েল ইহুদিদের জন্য একমাত্র রাষ্ট্র, ইসরায়েল আমাদের আবাসভূমি, ইসরায়েল আমাদের 'বার্থ রাইট' (ইহুদি হিসেবে জন্মগ্রহণ করলে ইসরায়েলে যাওয়া-আসা ও বসবাসের যে অধিকার)। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থেকেও আমরা এক টুকরা জমির অধিকারী—এমনটাই শেখানো হয়েছিল আমাদের। ইসরায়েল আমাদের জন্য ছিল দ্বিতীয় কিংবা বিকল্প বাসভূমি। কিন্তু ইচ্ছে করে যে কথাটা আমাদের কাছে চেপে রাখা হয়েছিল, সেটা ছিল ফিলিস্তিন ফিলিস্তিনিদের একমাত্র ঠিকানা, যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তারা বসবাস করেছে। ইসরায়েল এখনো ফিলিস্তিনিদের তাদের বাসভূমিতে এমনকি বেড়াতে যাওয়ারও অনুমতি দেয় না। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় জন্ম নেওয়া একজন ইহুদি হয়েও আমি সেখানে যেতে পারি। এমনকি ওখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাইলে ইসরায়েল আমার সব খরচ বহন করবে এবং ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে চুরি করে নেওয়া জমিতে থাকতে দেবে। আমাকে কখনো বলা হয়নি যে ইসরায়েল টিকে আছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে। ওখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ খননের ক্ষেত্রে ইসরায়েল পশ্চিমাদের ঔপনিবেশিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। ওখানে ওরা অস্ত্রের পরীক্ষা করে, মার্কিন পুলিশরা প্রশিক্ষণ নেয়। আরও কত কী করে। কেউ আমাকে কখনো বলেনি ইসরায়েলকে জন্ম দিতে ফিলিস্তিনকে হত্যা করা হয়েছে। পাপসের নিচে গণহত্যা হয়েছিল নির্দ্বিধায়, যেন ইহুদিরা একটা চকচকে পরিষ্কার কিছু পায়। যেটা বলা হয়নি তা হলো এটা একটা সামরিক জাতি, যার ভিত্তি পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া ফিলিস্তিনি দেহ। বলা হয়নি যে, ইহুদিদের বাসভূমি তৈরি হয়েছিল, সেখানকার আদি বাসিন্দাদের কবরের ওপর। ইসরায়েল প্রসঙ্গে এই গল্প নতুন কিছু নয়। সারা বিশ্বের উপনিবেশশাসিত মানুষের এ গল্প জানা। শ্রেষ্ঠত্ববাদী শ্বেতাঙ্গরা ঔপনিবেশিক মিথ্যে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বলে বেড়ায়। আদিবাসীদের গণহত্যার যৌক্তিকতা জাহিরে তারা বলে তারা একটা কচ্ছপের দ্বীপে এসে পড়েছিল। তারপর বলে, অগ্রগতি, আধুনিকতা, গণতন্ত্রের স্বার্থে ঔপনিবেশিক শক্তিকে ধ্বংস করতে হবে, খুন করতে হবে, গুঁড়িয়ে দিতে হবে সব। ফিলিস্তিনিরা কোনো ধর্মযুদ্ধ করছে না। তারা স্বাধীনতা সংগ্রাম করছে। ফিলিস্তিনিরা যেচে পড়ে ইহুদিদের ডেকে আনেনি। তাদের নৈতিক ও আইনগত অধিকার আছে দখলদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর। এ ক্ষেত্রে দখলদার বাহিনী কে, সেটা মুখ্য নয়। ইহুদিরা যত দিন ফিলিস্তিন দখল করে রাখবে, তত দিন তারা নিরাপদ জীবন পাবে না। আমাদের একজনের মুক্তি, অন্যের মুক্তির সঙ্গে জড়িত। ফিলিস্তিনের গণহত্যাকে থামিয়ে দিতে পারে শুধু ইহুদিরাই। আমরা আমাদের লাখ লাখ পূর্বপুরুষের মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারিনি। কিন্তু আর এক দিনও যেন গণহত্যা চলতে না পারে, সে উদ্যোগ নিতে পারি। ইহুদির যন্ত্রণাকে কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ফিলিস্তিনিদের ওপর এই হামলাকে—চলুন আর প্রশ্রয় না দিই। এই জরুরি পরিস্থিতি আমরা যেন এড়িয়ে না যাই। আপনি যদি নিজেকে একজন বিবেকবান ইহুদি বলে বিবেচনা করে থাকেন, তাহলে বোঝার চেষ্টা করুন যে এই গণহত্যা, রক্তপাতের কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। কথা বলার সময় এখনই। ইতিহাস কবে ফিলিস্তিনিদের ক্ষতিপূরণ মেটাবে, সে দিনের অপেক্ষায় থাকা চলে না আর। কারণ স্বজন, আমি যখন আপনার কাছে এই ভালোবাসা আর দ্রোহের চিঠি লিখছি, তখনো আকাশ থেকে বোমা ফেলা হচ্ছে।

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ।

প্রথম নজর

১৭ লাখ গাজাবাসীর দুই সপ্তাহের খাবার দিচ্ছেন গায়ক দ্য উইকেন্ড

আপনজন ডেস্ক: 'ব্লাইন্ডিং লাইটস' খ্যাত কানাডীয় গায়ক দ্য উইকেন্ড গাজাবাসীর খাবারের জন্য ২৫ লাখ ডলারের আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন । গাজায় বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) মানবিক কার্যক্রম বাড়াতে তাঁর মানবিক তহবিল এক্সও হিউম্যানিটারিয়ান ফান্ড থেকে এই অর্থ দান করেছেন বলে জানিয়েছে আরব নিউজ।
ডব্লিউএফপি বলছে, এই সহায়তার টাকায় ৪০ লাখ প্যাকেট বা ৮২০ টন খাবারের পার্সেল সংস্থান করা যাবে। যা দিয়ে ১৭ লাখ ৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে দুই সপ্তাহ খাওয়ানো সম্ভব।
সংস্থাটির উত্তর মধ্যপ্রাচ্যের পরিচালক কোরিন ফ্লেশার বলেন, 'এই সংঘাত একটি নজিরবিহীন মানবিক বিপর্যয়ের সূচনা করেছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি গাজায় সাহায্য প্রদানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। কিন্তু আমরা যে ক্ষুধার মাত্রা প্রত্যক্ষ করছি তা মোকাবিলার জন্য সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'
মানবিক এই সংকট নিয়ে ফ্লেশার আরও বলেন, 'আমাদের দলগুলো যতটা সম্ভব বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য দাতাদের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদি সমর্থনসহ নিরাপদ এবং চলমান মানবিক করিডোর প্রয়োজন। ফিলিস্তিনের নিপীড়িত মানুষের পাশে থাকার জন্য আমরা অ্যাবেলের (দ্য উইকেন্ডের আসল নাম আবেল তেসফায়ে) প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আশা করি অন্যরা অ্যাবেলের উদাহরণ অনুকরণ করে, আমাদের চলমান প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবে।'
উল্লেখ্য, ২০২১ সালের অক্টোবরে ডব্লিউএফপির শুভেচ্ছা দূত নিযুক্ত হন আবেল তেসফায়ে। ওই বছরই তাঁর মানবিক তহবিলের ১৮ লাখ ডলারের ব্যক্তিগত অনুদান থেকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির বিশ্বব্যাপী ত্রাণ উদ্যোগকে সহযোগিতা করা হয়।
এ ছাড়া ২০২৪ সালে অনুষ্ঠেয় এই গায়কের আন্তর্জাতিক কনসার্ট 'আফটার আওয়ারস টিল ডন স্টেডিয়াম ট্যুর' থেকে টিকিটপ্রতি ১ ডলারের সমতুল্য অর্থ নিজের মানবিক তহবিলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উইকেন্ড।

নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবিতে তার বাসভবনের সামনে মানববন্ধন

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবিতে তার বাসভবনের সামনে মানববন্ধন করেছে ইসরাইলি জনগণ। এ সময় সেখান থেকে ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার (২ ডিসেম্বর) কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরাইলি মিডিয়া জানিয়েছে, ইসরাইলের উপকূলে সিজারিয়ায় প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুর বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ করে কিছু মানুষ। এ সময় তারা গত ৭ অক্টোবর হামাসের এই হামলার জন্য নেতানিয়াহুর ব্যর্থতাকে দায়ী করে। পরে সেখান থেকে পুলিশ ছয়জনকে গ্রেফতার করে।
প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, আজ একই শহরে আরো বড় বিক্ষোভের আশা করা হচ্ছে।
এদিকে, শুক্রবার মার্কিনভিত্তিক গণমাধ্যম দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এক প্রতিবেদন বলেছে, ইসরাইলি সামরিক কর্মকর্তারা এক বছর আগেই হামাসের বৃহত্তর হামলার পরিকল্পনা পেয়েছিলেন। কিন্তু নেতানিয়াহু পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয়।

ব্রিটেনের সেরা ইমাম ও মসজিদ সম্মাননা পুরস্কার ঘোষিত হল

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটেনে সেরা ইমাম ও মসজিদ সম্মাননা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। এতে পাঁচ শতাধিক অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সেরা ইমাম, মসজিদ, মাদরাসাসহ ১১ ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ব্যক্তিত্বদের সম্মাননা পুরস্কার দেওয়া হয়। গত ২৫ নভেম্বর ম্যানচেস্টারের ওয়ার্নেথ স্যুট হলে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার দেওয়া হয়। মর্যাদাপূর্ণ এ সম্মাননা পুরস্কার কর্মসূচিতে পরিচালনার ক্ষেত্রে সেরা মসজিদ হিসেবে ইংল্যান্ডের অ্যাশটন সেন্ট্রাল মসজিদ নির্বাচিত হয়। সেরা যুব কার্যক্রম হিসেবে আল-মানার এমসিএইচসি মসজিদ নির্বাচিত হয়। ইংল্যান্ডের ওয়ান্ডসওয়ার্থে অবস্থিত এই মসজিদের তত্ত্বাবধানে তরুণদের জন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সেরা মাদরাসা সেবা হিসেবে আল-আরকাম অ্যারাবিক স্কুল নির্বাচিত হয়। ব্র্যাডফোর্ডের দোহা মসজিদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানে পাঁচ শতাধিক শিশু পড়াশোনা করে।
সেরা আউটরিচ পরিষেবার জন্য ফিন্সবেরি পার্কের মুসলিম ওয়েলফেয়ার মসজিদ নির্বাচিত হয়। এর মাধ্যমে সেখানে বিভিন্ন উৎসবে শিশু-কিশোর নানা ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। নারীদের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধার জন্য ব্রিস্টলের বৃহত্তম মসজিদ ইস্টন জামিয়া মসজিদ পুরস্কার পেয়েছে। প্রভাবশালী ইমাম হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন গোলাম মহিউদ্দিন। তিনি ইংল্যান্ডের অ্যাশটন সেন্ট্রাল মসজিদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
তা ছাড়া নওমুসলিমদের সর্বোচ্চ সহযোগিতার জন্য ইসলাম ব্র্যাডফোর্ড সেন্টার নির্বাচিত হয়। প্রভাবশালী আলেমা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন উসতাদা ফাতিমা কাসমি। প্রযুক্তিনির্ভর সেরা সৃজনশীল পরিষেবার জন্য আইলেসবেরি মসজিদ নির্বাচিত হয়। বল্টন শহরের মক্কা মসজিদ সেরা ভবিষ্যৎ নকশার জন্য নির্বাচিত হয়।
এখানে পুরুষ ও নারী মুসল্লিদের জন্য নামাজের পাশাপাশি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
সেরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ওয়ান্ডসওয়ার্থের এমসিএইচসি মসজিদের নুরুদিন জাহর নির্বাচিত হন। দি বিকন মসজিদ ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড দ্য ব্রিটিশ বিকন মসজিদ অ্যাওয়ার্ডস ব্রিটিশ মুসলিমদের অর্থায়নে পরিচালিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।
ব্রিটেনের মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর সামাজিক ভূমিকা তুলে ধরতে ২০১৮ সালে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে রয়েছেন শওকত ওয়ারিস। ষষ্ঠবারের মতো অনুষ্ঠিত এবারের পর্বে ১১টি বিভাগে ব্রিটেনের বিভিন্ন মসজিদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মাননা পুরস্কার দেওয়া হয়।

ইরাকি ভূখণ্ডে 'আক্রমণ' নিয়ে ওয়াশিংটনকে সতর্ক করল বাগদাদ

আপনজন ডেস্ক: ইরাকি ভূখণ্ডে যেকোনো 'আক্রমণের' বিরুদ্ধে শনিবার ওয়াশিংটনকে সতর্ক করেছেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী। তার কার্যালয় জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল-সুদানিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন ফোন করেছিলেন। সে সময় তিনি এ সতর্কবার্তা দিয়েছেন।
মার্কিন ও ইরাকি সূত্র জানিয়েছে, ২২ নভেম্বর মার্কিন যুদ্ধবিমান ইরাকে দুটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে, মার্কিন সেনাদের ওপর বারবার হামলার প্রতিশোধ হিসেবে ইরানপন্থী ৯ যোদ্ধাকে হত্যা করে। পেন্টাগন জানিয়েছে, কয়েক ঘণ্টা আগে একটি যুদ্ধবিমান ইরান সমর্থিত যোদ্ধাদের গাড়িতে আঘাত করেছে। এর আগে তারা মার্কিন ও মিত্র বাহিনীর ওপর একটি স্বল্পপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল।
পেন্টাগন কর্মকর্তাদের মতে, ইরাক ও সিরিয়ায় মোতায়েন মার্কিন বাহিনী অন্তত ৭৪ বার হামলার পর এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।
ব্লিনকেনের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় সুদানি 'ইরাকি ভূখণ্ডে যেকোনো হামলা' প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে তার কার্যালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
তিনি বলেছেন, ইরাকি সরকার 'ইরাকে উপস্থিত আন্তর্জাতিক জোট উপদেষ্টাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'।
২৫ নভেম্বর হিজবুল্লাহ ব্রিগেডের প্রধান একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন, গোষ্ঠীটি ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে 'যুদ্ধবিরতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত' মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে 'অভিযানের তীব্রতা হ্রাস করবে'। পেন্টাগনও মঙ্গলবার বলেছে, যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর ইরাক ও সিরিয়ায় মার্কিন সেনাদের ওপর কোনো হামলা হয়নি।
শুক্রবার বিরতির মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে আবার যুদ্ধ শুরু হয়েছে।
সিরিয়ায় তার বাহিনীর ওপর হামলার পর ওয়াশিংটনও ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।
ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠীর পুনরুত্থান রোধ করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ইরাকে প্রায় আড়াই হাজার মার্কিন সেনা এবং সিরিয়ায় প্রায় ৯০০ মার্কিন সেনা রয়েছে।

গাজার ভবিষ্যৎ কী হবে তা ঠিক করবে হামাস: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান বলেছেন, গাজায় ইসরাইল যা করছে তা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। এর বিরুদ্ধে চুপ থাকতে পারে না তুরস্ক। তিনি আরো বলেন, গাজার ভবিষ্যৎ কী হবে তা হামাস ঠিক করবে। অন্য কেউ নয়।
কপ-২৮ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেয়ার পর সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ফেরার পথে এরদোগান বলেন, গণহত্যার শিকার হিসেবে পরিচিত ইসরাইলি কর্মকর্তারা এখন তাদের পূর্বপুরুষদের হত্যাকারীতে পরিণত হয়েছে।
এদিকে সাতদিনের যুদ্ধবিরতির পর ফিলিস্তিনে হামলা ও গ্রেফতার অভিযান শুরু করেছে ইসরাইলি বাহিনী। শনিবার পশ্চিম তীর থেকে সন্দেহভাজন সাত ফিলিস্তিনিকে আটক করে নিয়ে গেছে ইসরাইল। এর মধ্যে নাবলুসের ৫ জন, বিদ্যা গ্রামের একজন ও ফার সাবার গ্রামের একজন রয়েছেন।
এদিকে গতকাল ইসরাইলে হিজবুল্লাহর হামলার পর এবার হিজবুল্লাহর কয়েকজন সদস্যকে হত্যা করেছে ইসরাইল। দেশটির সরকারের মুখপাত্র জানিয়েছে, ইসরাইলে হামলার প্রতিবাদে আমরা হিজবুল্লাহর কয়েকজন সদস্যকে হত্যা করেছি।
এ সময় তিনি আরো জানান, হামাসকে পুরোপুরি ধ্বংস না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।
প্রসঙ্গত, গত ৭ অক্টোবর গাজায় হামলা শুরু করে ইসরাইল। তাদের বর্বরতায় এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনি নিহতের সংখ্যা ১৫ হাজার ছাড়িয়েছে।

ফিলিস্তিন ইস্যুতে দায়িত্ব পালনে জাতিসংঘ ব্যর্থ: ইরান

আপনজন ডেস্ক: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুসাইন আমির আবদুল্লাহিয়ান বলেছেন, ফিলিস্তিন ইস্যুতে জাতিসংঘ বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদ তাদের আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হলো ইসরাইলের প্রতি মার্কিন সমর্থন। এএফপির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে আমির আবদুল্লাহিয়ানের বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভিসা দেওয়ায় বিলম্বের কারণে ইরানি প্রতিনিধিদলের পক্ষে বৈঠকে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি।
এক লিখিত বিবৃতিতে তিনি বলেন, আমাদের সাহসের সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে ফিলিস্তিন ও ফিলিস্তিনিদের প্রশ্নে আইনগত ও নৈতিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে জাতিসংঘ। এই ব্যর্থতার একমাত্র কারণ হলো দখলদার বাহিনীকে যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা সমর্থন।
তাছাড়া ইসরাইলকে জবাবদিহির আওতায় আনতেও কোনো পদক্ষেপ কার্যকর করতে দিচ্ছে না মার্কিন প্রশাসন। এটি আসলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও জাতিসংঘ ব্যবস্থার জন্য একটি নৈতিক ব্যর্থতা এবং বিবেকের অবমূল্যায়ন।
জাতিসংঘের পক্ষ থেকে শক্তিশালী কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করা হয় বিবৃতিতে। বলা হয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আশা করছে নিরাপত্তা পরিষদ এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে।
এদিকে টানা সাতদিনের যুদ্ধবিরতি শেষে গতকাল শুক্রবার (১ ডিসেম্বর) সকাল থেকে ফের গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়েছে। গাজার মেডিকেল সূত্র জানায়, হামলায় এখন পর্যন্ত ১৭৫ জন নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে অনেকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ড, মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যপদ হারালেন সান্তোস

আপনজন ডেস্ক: নিউইয়র্কের রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা জর্জ সান্তোসকে বহিষ্কার করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যরা। নৈতিকতাবিরোধী কাজের জন্য তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে ভোটে সদস্যপদ হারান তিনি।
সান্তোসকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৩১১ জন সদস্য এবং প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন ১১৪ জন।
বহিষ্কার করতে প্রয়োজন ছিল দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা।
তাঁর সহকর্মী আইনপ্রণেতারা তাঁকে ফৌজদারি দুর্নীতির অভিযোগে এবং প্রচারণার অর্থ অন্য খাতে খরচের অভিযোগে বহিষ্কারের পক্ষে ভোট দেন। এরপরই স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার তাঁর সংক্ষিপ্ত কর্মজীবন শেষ হয়ে যায়। সান্তোস (৩৫) মার্কিন কংগ্রেস হাউস থেকে বহিষ্কৃত হওয়া ষষ্ঠ সদস্য।
এর আগেও সান্তোসকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাবের ওপর প্রতিনিধি পরিষদে ভোটাভুটি হয়েছিল। তবে সেবার ডেমোক্রেট নেতারা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়ায় রক্ষা পেয়েছিলেন তিনি।
সান্তোস কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের বলেন, 'আপনি কী জানেন? যেহেতু বেসরকারিভাবে ইতিমধ্যেই আমি আর কংগ্রেসের সদস্য নই, আমাকে আপনাদের একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হবে না। এই জায়গা নরক।' এরপর একজন কর্মীকে সান্তোসের সাবেক অফিসের তালা পরিবর্তন করতে দেখা যায় এবং তাঁর নাম সম্বলিত দরজার চিহ্নটি সরিয়ে নেওয়া হয়।
সান্তোস ২০২২ সালের নভেম্বরের নির্বাচনের পর থেকেই নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। গত মে মাসে প্রতারণা, সরকারি তহবিল তছরুপ, মুদ্রা পাচার ও কংগ্রেসে মিথ্যা বক্তব্য দেওয়াসহ ১৩টি অভিযোগে সান্তোসকে অভিযুক্ত করেন আদালত। তবে তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি। সান্তোস প্রায় ১১ মাস স্থায়ী ছিলেন এই পদে। যা নির্ধারিত দুই বছরের মেয়াদের প্রায় অর্ধেক। তাঁর বহিষ্কারের বিষয়ে কংগ্রেসে কয়েক মাস ধরেই বিতর্ক এবং বিশৃঙ্খলা চলছিল। আসনটির জন্য বিশেষ নির্বাচন আহ্বান করার এখন ১০ দিন সময় আছে। সেই ঘোষণার ৭০ থেকে ৮০ দিনের মধ্যে নতুন প্রার্থী নির্বাচন করতে হবে।
সম্প্রতি প্রতিনিধি পরিষদের নৈতিকতাবিষয়ক কমিটির এক প্রতিবেদনে উঠে আসে, সান্তোস নির্বাচনী প্রচারের জন্য সংগৃহীত তহবিলের অর্থ নিজের জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬ মি.

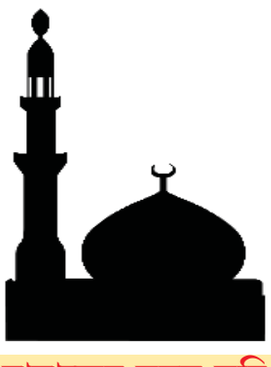

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৬	৬.০১
যোহর	১১.৩১	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১১	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৬	

সুযোগ পেয়েও ব্রিকসে যোগ দিচ্ছে না আর্জেন্টিনা

আপনজন ডেস্ক: সুযোগ পেয়েও বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর জোট ব্রিকসে যোগ দিচ্ছে না লাতিন আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনা। দেশটির সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হ্যাভিয়ার মিলেইয়ের দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য দায়ানা মোন্দিনো বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মিলেই সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেতে পারেন দায়ানা। বলা হচ্ছে, ডানপন্থিদের উত্থানে আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্রনীতিতে যে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে, তা আগে থেকেই বোঝা গিয়েছিল। কারণ মিলেই তার নির্বাচনি প্রচারণার শুরু থেকে চীনের ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। আবার ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলারও একজন বড় সমালোচক ছিলেন মিলেই।
ঐ সময় এক সাক্ষাৎকারে মিলেই বলেন, তার সরকার কখনোই কমিউনিস্টদের সঙ্গে ব্যবসা করবে না। তিনি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একজন বড় সমর্থক। নির্বাচনি প্রচারণার সময় তিনি বলেছিলেন, জয় পেলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াবেন। তিনি নির্বাচিত হওয়ার পরপরই দায়ানা মোন্দিনো ব্রিকসে যোগদানের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার কথা জানান। দুই সপ্তাহ আগে এক সাক্ষাৎকারে মোন্দিনো বলেন, ব্রিকসে বাণিজ্যিক স্বার্থের চেয়ে রাজনৈতিক স্বার্থই বেশি। তাছাড়া এর সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে এমনিতেই আর্জেন্টিনার ভালো বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে।

লেবানন সীমান্তে ইসরায়েলের হামলা, নিহত ৩

আপনজন ডেস্ক: টানা সাত দিনের যুদ্ধবিরতি শেষে পুনরায় সংঘাতে জড়িয়েছে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। নতুন করে শুরু হওয়া এই সংঘাতের একদিনেই অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ১৭৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এছাড়াও এই সময়ে সেখানে আহত হয়েছে ৫৮৯ জন। এদিকে, উত্তর সীমান্তে ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ। জবাবে লেবানন সীমান্তে শেলিং করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

মিয়ানমারে জান্তা ও বিদ্রোহী বাহিনীর তুমুল লড়াই

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথে গতকাল শুক্রবার জান্তার সঙ্গে জাতিগত সংখ্যালঘুদের তীব্র সংঘাত হয়েছে। সংঘাতের কারণে ওই বাণিজ্য পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। স্থানীয় অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়নের (কেএনইউ) যোদ্ধারা পূর্ব কারেন রাজ্যের কাওকারেক শহরে স্থানীয় সময় ভোর থেকে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংঘাত শুরু করে। শহরটি এশিয়া হাইওয়ের পাশে অবস্থিত। এশিয়া হাইওয়ে মিয়ানমারের বৃহত্তম ইয়াঙ্গুনের সঙ্গে থাই সীমান্তবর্তী মিয়াওয়াদ্দি বাণিজ্যকেন্দ্রকে যুক্ত করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করা কাওকারেক শহরের ভিভিওতে দেখা গেছে, রাস্তায় ডজনখানেক ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, আকাশে ধোঁয়া উড়ছে, মানুষজন নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটছে। হাইওয়ের পাশে কাওকারেক থেকে ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত কোনদোই শহরের একজন বাসিন্দা জানান, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাত থেকেই নিকটস্থ সামরিক ঘাঁটি থেকে গুলির শব্দ শুনেছেন।
ইয়াঙ্গুন ও মিয়াওয়াদ্দির মধ্যে অবস্থিত এশিয়া হাইওয়ে সামরিক বাহিনী ও কেএনইউয়ের সংঘাতের কারণে কয়েক দশক ধরে প্রায়ই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

গাজায় ইসরাইলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা ১৫,২০০ ছাড়িয়েছে

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরাইলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা ১৫,২০০ ছাড়িয়েছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এছাড়া ৪০ হাজারের অধিক ফিলিস্তিনি আহত হয়েছে।
শনিবার (১ ডিসেম্বর) কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় ইসরাইলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা ১৫ হাজার ২০৭ জনে দাঁড়িয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৭০ ভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া ৪০ হাজারের অধিক ফিলিস্তিনি আহত হয়েছে।
প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ইসরাইল গাজার হাসপাতালগুলোতে আঘাত হানায় সেগুলো পরিষেবার উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে আহতদেরকে মাটিতেই চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। আলজাজিরা জানিয়েছে, গাজায় ১৩০টি হাসপাতালে হামলা করে ইসরাইল। এর মধ্যে অন্তত ২০টি হাসপাতাল পরিষেবার উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলেছে। ওসব হাসপাতালের অন্তত ৩১ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে আটক করে তারা। এরপর অনাহার ও অমানুষিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

প্রথম নজর

বনকর্মীকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারার অভিযোগ

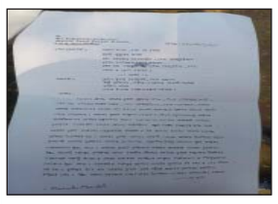

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: প্রায় এক মাস আগে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এখনো জ্বর জ্বর ভাব থাকাই একদিন অনুপস্থিত ছিলেন অফিসে। অনুপস্থিত থাকার জন্য শাস্তি গুনতে হল এক অস্থায়ী বন সহায়ক কর্মীকে। মালদা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের মধ্যেই অস্থায়ী বন সহায়ক কর্মীকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক পেটানোর অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে মালদা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার প্রদীপ কুমার গোস্বামীর বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় ইংলিশ বাজার থানায় ওই ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসারের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জানা গেছে সুকুমার মন্ডল মালদার মানিকচক থানার রামনগর জোতপাট্টা এলাকার বাসিন্দা।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ায় একদিন অফিসে যেতে পারেননি তিনি। একদিন অফিসে কেন তিনি উপস্থিত হননি তড়িঘড়ি ফোন করে পরের দিন ওই সহায়ক কর্মীকে মালদা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে ডেকে পাঠান রেঞ্জ অফিসার প্রদীপ কুমার গোস্বামী বলে অভিযোগ। অভিযোগ এরপর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় তাকে। প্রতিবাদ করায় ওই ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার প্রদীপ কুমার গোস্বামী সহ কয়েকজন মিলে বাঁশ দিয়ে তাকে বেধড়ক পেটায় বলে অভিযোগ। হাতে এবং পায়ে চোট পাই ওই বন সহায়ক কর্মী সুকুমার মন্ডল। পরিবারের সদস্যরা সুকুমার মন্ডলকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। ওই ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ইংলিশ বাজার থানায়।

পুরস্কৃত হলেন কামরুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সর্বভারতীয় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এসোসিয়েশন অফ মুসলিম প্রফেশনালস এর পক্ষথেকে কলকাতায় উর্দু একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক ও ফ্রন্টপেজ অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান মুহাম্মদ কামরুজ্জামানকে চেঞ্জ মেকার অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন সংগঠনের জাতীয় সভাপতি আমির ইদ্রিসি। সাংসদ নাদিমুল হক, ওয়ালি রাহমানী বহু বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন।

সমবায় সমিতি থেকে সার কিনতে দিতে হচ্ছে বাড়তি মূল্য!

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: শস্য গোলা পূর্ব বর্ধমানে আমন ধান কাটার কাজ প্রায় শেষের মুখে এবং তার সাথে শুরু হয়েছে আলুর রোপনের জন্য মাটি তৈরি। আর এখানেই চাষীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। নেই তাদের মনে হাসি, কারণ যে পরিমাণ রাসায়নিক সার এই আলু চাষের ক্ষেত্রে ব্যবহারিত হয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত পরিমান রাসায়নিক সার ব্যবহার হয় না। আর ঠিক এই জায়গায় কিছু অসাধু চক্র তাদের কার্যকলাপ শুরু করেছেন যার ফলে সরকারি নির্ধারিত মূল্যের চেয়েও বেশি দামে সার কিনতে হচ্ছে অসহায় চাষীকে। পূর্ব বর্ধমানের মেমারি দু'নম্বর ব্লক এর সোঁতলা সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল। অভিযোগ করেন বিশ্বনাথ দাস, সুকুমার সাঁতরা, বিশ্বনাথ সাঁতরা সহ এলাকার বেশ কিছু কৃষক।তাদের দাবি সারর কিনলে ১৪৭০ টাকা সাড়ের দাম ছাড়াও ৩৮০ টাকা সাদা কাগজের বিল করে চাষীদের থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে এবং ৩৮০ টাকার পরিবর্তে কোনরূপ ট্যাগিং অথবা আনুষাঙ্গিক স্যার দেওয়া হচ্ছে না।

এ বিষয়ে সমবায় সমিতির এক কর্মী জানান উপর থেকে নির্দেশ আছে সারের সাথে ট্যাগিং বাধ্যতামূলক কখনো কখনো ভিড়ের চাপে তারা চাষীদের ট্যাগিং দিতে ভুলে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি উপর থেকে বলতে কে বা কারা নির্দেশ দিচ্ছেন সে ব্যপারে মুখু কুলুপ আঁটলেন। এ বিষয়ে মেমারি দুই ব্লকের কৃষি অধিকর্তা এবং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয় বলেন এই ধরনের অভিযোগ পেলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে তারা প্রশাসনিক ভাবে কোথাও কোথাও সারপ্রাইজ ভিজিটও করছেন এমনটাই দাবি করেন। কয়েকদিন আগে কৃষকদের অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সংবাদ মাধ্যম। বিশেষ সূত্র মারফত জানা যায় পরেরদিন থেকেই সোঁতলা সমবায় সমিতি এক্সট্রা চার্জের জন্য বিলের ব্যবস্থা করা হলেও পূর্বে যে সমস্ত কৃষকরা ট্যাগ বিলের অর্থ দিয়েছেন তারা কোন দ্রব্য পাননি । তবে শুধু মেমারি দু'নম্বর ব্লক ই নয়, মেমারি ১ নম্বর ব্লক সহ গোটা পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে এই ধরনের অভিযোগ।

বাস ডিপো পরিদর্শনে নিগমের চেয়ারম্যান

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের বালুরঘাটে ডিপো পরিদর্শন করলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের (এনবিএসটিসি) চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। এদিন কুমারগঞ্জের বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের অন্যতম বোর্ড অফ ডিরেক্টর তোরাফ হোসেন মন্ডল তাঁকে স্বাগত জানান। বালুরঘাটে ডিপো পরিদর্শনের সময় পার্থপ্রতিম রায় এর সাথে উপস্থিত ছিলেন ডিপো ইনচার্জ অশোক চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। ডিপো পরিদর্শনের পাশাপাশি জেলার ঐতিহ্যবাহী বোল্লা কালী মন্দির উপস্থিত হয়ে পূজো দেন এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান।

জানা গিয়েছে, বালুরঘাট ডিপো খুব ভালো কাজ করছে। আগের তুলনায় আয় বেড়েছে অনেকটাই। শীঘ্রই শিলিগুড়ি-বালুরঘাট, কোচবিহার-বালুরঘাট নাইট সার্ভিস পরিষেবা চালু হতে চলেছে। এদিন শ্রমিক ইউনিয়নের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। শোনেন তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার কথা।

এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় জানান, "নিয়মিত চেষ্টা করি বিভিন্ন ডিপো গুলিতে পরিদর্শনে যাবার। টিকিট বিক্রয় থেকে শুরু করে, তেলের ব্যয় কেমন হচ্ছে ইত্যাদি নানা বিষয়গুলো ক্ষতিয়ে দেখি। বালুরঘাট ডিপো খুব ভালো পারফর্ম করছে। এই মাসে প্রায় ৯০ লাখ টাকা আয় করেছে।"

পাশাপাশি পার্থপ্রতিম আরো জানান, "বেসরকারি বাস পরিবহনের সাথে আমাদের কোন প্রতিযোগিতা নেই। তবে অনেক যাত্রী জানিয়েছেন, তারা আমাদের বাসে যাতায়াতে কম্ফোর্টেবল ফিল করেন। পাশাপাশি অনেক যাত্রী অনুরোধ করেছেন রাতের বাস পরিষেবা চালু করবার জন্য। আমাদের ৭৩ টি নতুন বাস পথ চলা শুরু করতে চলেছে। এর মধ্যে ৪৩ টি বাস ইতিমধ্যে মধ্যে চলে এসেছে। বাকি বাস গুলো খুব দ্রুত চলে আসবে, যার মধ্যে কিছু এসি বাস রয়েছে। আমরা চেষ্টা করব কোচবিহার-কলকাতার পাশাপাশি কোচবিহার-বালুরঘাট, শিলিগুড়ি-বালুরঘাট এক দুটো নাইট সার্ভিস চালু করবার। খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাস গুলির ডিস্ট্রিবিউশন প্রক্রিয়া শুরু হবে।"

কৃষি জমিতে সরকারি প্রকল্প করার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামলেন গলসির চাষিরা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: বিকল্প জমি থাকা সত্বেও চাষির দখলে থাকা সরকারী কৃষি জমিতে সলিড ওয়েস্টেজ ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প করায় আন্দোলন নামলো গ্রামবাসীদের একতাংশ।

বিষয়টি নিয়ে সরকারি বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েছেন তারা। তবে সুরাহা না মেলায় এদিন কৃষি জমিতে দাড়িয়ে প্লাকার্ড হাতে আন্দোলন নামেন। তাদের দাবী, বিকল্প সরকারী জমি থাকা সত্ত্বেও গলসি ১ নং ব্লকের লোয়া কৃষ্ণরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাদের গ্রামের একটি চাষির পরিবারের দখলে থাকা সরকারী কৃষি জমি কেড়ে নিচ্ছেন।

দখলে থাকা জমি মালিক, আনোয়ার মোল্লা, দেলোয়ার মোল্লা, আলি হোসেন মোল্লারা বলেন, ৩০ কাঠা ওই জমিটি তারা দীর্ঘ ৬০ বছর পূর্ব থেকে চাষ করে আসছেন। ওই সময় এলাকার জমিদার তাদের পরিবারকে জমিটি দিয়েছিলেন। পরে খাস করা হলেও তারাই জমিটি চাষ করতেন। তবে জমিটি তাদের নামে রেকর্ড নেই।

বর্তমানে তারাই জমিটিতে সরিষা চাষ করেছেন। এখন পঞ্চায়েত প্রধান জমিটি কেড়ে নিচ্ছেন। বিকল্প খাস জমির একটি দাগ নম্বর তারা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে দিয়েছেন। তাছাড়া গলসি ১ নং ব্লক বিএলআরও, বিডিও ও গলসি থানায় লিখিত ভাবে জানিয়েছেন। তাদের দাবী, সেখানে সরকারী ওই প্রকল্প নির্মাণ হলে সবার ভালো হবে। গ্রামবাসী দেলোয়ার সেখ রকিবুল মন্ডল সহ বেশকিছু গ্রামবাসীর দাবী, গরীব চাষি পরিবারের দখলে থাকা কৃষি জমিটি ছেড়ে অন্য খাস জমিতে সরকারের প্রকল্প হোক। গরীব চাষির জমি জোরপূর্বক নেওয়া বন্ধ করুক সরকার। তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ওই জমিটি চারটি পরিবার চাষ করেন।

বিষয়টি নিয়ে লোয়া কৃষ্ণরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিরাজ মল্লিক বলেন, সকলের সুবিধার্থে ওই প্রকল্পটি সরকারের জায়গায় করা হচ্ছে। আমি পঞ্চায়েত প্রধান হবার আগেই ওই জায়গাটি ঠিক হয়েছিল। প্রকল্পের জন্য সামান্য জায়গা নেওয়া হচ্ছে। বাকি জায়গা তাঁরা চাষ করতে পারবেন। বিকল্প জায়গায় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সেটা আমি বলতে পারবো না। কাজ কতটা এগিয়েছে এটা উপর নেতৃত্ব করছে। এটি পঞ্চায়েত লেবেলের কোন প্রোজেক্ট নয়। এটা জেলা থেকে রাজ্যে থেকে প্রোজেক্ট আছে। ব্লকের যারা বিএলআরও বিডিও আছেন তারা কাগজের ব্যাপারে দেখছেন। ওখান থেকে যা করবে সেইমতো কাজ হবে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটাতে বিজয়া সম্মেলনে জেলা কোর কমিটি

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কারণে চলছিল চাপানোত্তর। সদ্য যার বহিপ্রকাশ ঘটে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কাঞ্চন অধিকারী দলীয় কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে দলীয় কর্মী তথা খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ আইনুস খাঁনের দলবলের হাতে আক্রান্ত হওয়া।দলীয় কর্মসূচি অনুযায়ী প্রতিটি ব্লক স্তরে বিজয়া সম্মেলন করার কথা। সেই মোতাবেক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি যখন ১০ নভেম্বর বিকাল তিনটার সময় খয়রাশোল দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিজয়া সম্মেলন হবে বলে দলীয় কর্মীদের ম্যাসেজ মারফত বার্তা দিতে থাকেন ঠিক তখনই অপরপক্ষ পাঁচড়া অঞ্চলের পাইগড়া ফুটবল মাঠে বিজয়া সম্মেলন করার প্রচার শুরু করে দেন।এনিয়ে দুই মেরুর চিত্র জেলা নেতৃত্বের কানে পৌঁছলে তড়িঘড়ি দুই গোষ্ঠীর নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে জেলা পরিষদ সভাধিপতি কাজল সেখ তার অফিসে ডাক দেন।সেক্ষেত্রে ব্লক তৃণমূল সভাপতি অনুপস্থিত থাকায় সভা ভেস্তে যায় এবং জেলা নেতৃত্ব পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত খয়রাশোল ব্লকের বিজয়া সম্মেলন স্থগিত থাকবে বলে জানান দেন।এরইমধ্যে সেই ১০ তারিখেই ঘটলো অঘটন। সেক্ষেত্রে খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কাঞ্চন অধিকারী ও জেলা পরিষদ সদস্য নবগোপাল বাউরীর মাথা ফেটে যায়। যা নিয়ে লোকপুর থানায় তৃণমূল ব্লক নেতৃত্ব, অঞ্চল সভাপতি, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সহ সাতজনের নামে অভিযোগ দায়ের করেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি। সেই সমস্ত ঘটনার জের মিটিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বিজয়া সম্মেলন করার লক্ষ্যে ২৭ শে নভেম্বর শনিবার সিউড়ি তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে তৃণমূল জেলা কোর কমিটির উপস্থিতিতে খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বদের নিয়ে একটি বৈঠকে মিলিত হন।সেখানে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কাঞ্চন অধিকারী সহ কাঞ্চন দে, স্বপন সেন, শ্যামল গায়েন,উজ্জ্বল হক কাদেরি,মৃনাল কান্তি ঘোষ এই ছয়জনের কমিটি গঠন করে দেন এবং আগামী ২ রা ডিসেম্বর খয়রাশোল গোষ্ট ডাঙ্গাল মাঠে বিজয়া সম্মেলন করার নির্দেশ দেন।সেই অনুযায়ী আজ ২ রা ডিসেম্বর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন একশো দিনের কাজের পাওনা বকেয়া টাকা,একশো দিনের কাজ চালু করা,আবাস যোজনার টাকা আটকে রাখা, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতমূলক আচরণ তথা বাংলার প্রতি বঞ্চনার বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির সদস্যগণ তথা বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায়,বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অসিত মাল, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা,বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ড আশীষ ব্যানার্জী, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা,জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফয়জুল হক ওরফে কাজল সেখ, জেলা পরিষদ সদস্য বিশ্ব বিজয় মার্ডি, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃত্বগন।এদিকে মঞ্চে উঠতে গিয়ে তৃণমূল ব্লক নেতৃত্বের বাধার সম্মুখীন হতে হয় খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সম্পাদিকা অসীমা ধীবর।তিনি মঞ্চের নীচে নেমেই চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকেন। এবিষয়ে তিনি বলেন যে, আমি রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সম্পাদিকা। আমি মাটিতে বসতে পারি অসুবিধা নেই কিন্তু মঞ্চ থেকে নামানো মানে আমাকে অপমান করা নয়, এটা অভিষেক ব্যানার্জী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করা হচ্ছে।

নবগ্রামে বিক্ষোভ সভা তৃণমূলের

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: এসটি ও এসসিদের অচ্ছুত ও অপবিত্র বলার প্রতিবাদে নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ সমাবেশ ও সাংবাদিক সম্মেলন করা হয় পলসন্ডা সিধু কানু মঞ্চ এলাকায়। এদিন রাজ্যসহ দেশব্যাপী তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব দলিত আদিবাসীদের আক্রমণের প্রতিবাদে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন। সেই সাথে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধেও আওয়াজ তোলেন। উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান,নবগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল, নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল সভাপতি মোঃ এনায়েতুল্লা, জেলা পরিষদের কৃষি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ ওজিফা বেগম, নবগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপলাল মন্ডল , নবগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ গণ, নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আইএনটিটিইউসির সভাপতি রাজু রহমান সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং নবগ্রামের জনসাধারণ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ধানক্ষেত থেকে সদ্যোজাত শিশু উদ্ধার

নকীব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: সদ্যোজাত শিশু উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে কুলপি থানার রাজারামপুর এলাকায়। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উত্তর রাজারামপুর এলাকার গৃহবধূ মায়া মন্ডল শনিবার প্রাতঃ ভ্রমনে বের হন। সেই সময় গ্রামের ফাঁকা রাস্তায় ধান জমির মধ্যে সদ্যোজাত শিশুর কান্নার আওয়াজ সুনতে পান তিনি। কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে ধানক্ষেতের মধ্যে গিয়ে দেখেন সদ্যোজাত শিশু পড়ে রয়েছে। পরে ওই গৃহবধূ শিশুটিকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে চলে যান।ঘটনার খবর চাউর হলে গ্রামের মানুষজন শিশুটিকে দেখতে ভিড় জমান। পরে কুলপি থানার পুলিশ খবর পেয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে এলাকার আশা কর্মীদের কাছে ঠাঁই হয়েছে ওই সদ্যজাতর।

নবাবপুর হাই মাদ্রাসায় মুক্ত মঞ্চের উদ্বোধন

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: শুক্রবার হুগলী জেলার শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নবাবপুর হাই মাদ্রাসার মস্তকে একটি নতুন পালক সংযোজিত হল। একটি সুদৃশ্য মিম্বর বা স্টেজের উদ্বোধন হল আজ। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মহঃ ফাসিহুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব জানালেন, সরকারী অনুদান ছাড়াই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির ও উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই স্টেজটি নির্মাণ করা হয়েছে। কোরান শরীফ এবং নাতে রসুল পাঠ করার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ফুরফুরা শরীফের আলহাজ্ব সেখ আব্দুল সেলিম নবনির্মিত এই স্টেজের শুভ উদ্বোধন করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এই উদ্যোগকে এলাকার সাধারণ মানুষ স্বাগত জানিয়েছেন।

জাতীয় সংগীত অবমাননার প্রতিবাদে তৃণমূলের বিক্ষোভ

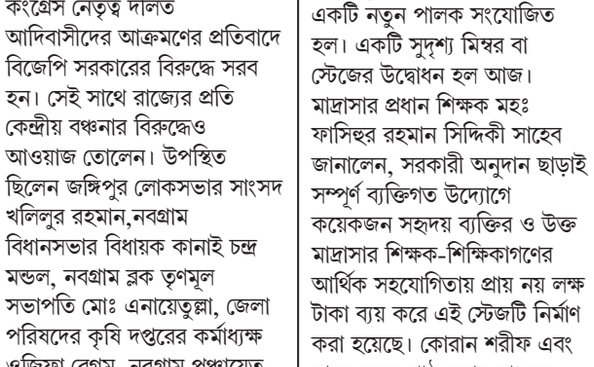

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: জাতীয় সংগীত অবমাননা ও আদিবাসীদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে অবস্থান বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা করে তৃণমূল কংগ্রেস। তারই অংশ হিসাবে শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ত্রিকোণ পার্ক সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় । বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন গত বুধবারে বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা যখন জাতীয় সঙ্গীত গাইছিলেন, ঠিক সেই সময়েই বিজেপি বিধায়করা আপত্তিকর শ্লোগান তুলে চেঁচাতে থাকেন । শুধু তাই নয় তৃণমূলের অভিযোগ আদিবাসীদের "অপবিত্র" বলেও অপমান করেছে বিজেপি। তারই প্রতিবাদে এ দিন সারা রাজ্যের পাশাপাশি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই বিক্ষোভ সভায় বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বদের পাশাপাশি ব্লক ও আঞ্চলিক নেতৃত্বরাও উপস্থিত ছিলেন। যদিও তৃণমূলের এই অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপি । বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন বিজেপি কোনো দিনও জাতীয় সংগীতের অবমাননা করতে পারে না ।

কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: একশো দিনের বকেয়া টাকা, আবাস যোজনার বকেয়া টাকা এবং গ্রাম সড়ক যোজনার বাংলার পাওনা টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে বাংলার প্রতিটি প্রান্তে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।আর এরই অঙ্গ হিসেবে শনিবার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা বিধায়ক হাজী সেখ নুরুল ইসলাম এবং উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষের ডাকে আন্দুলিয়া গ্রাম তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি (পার্ট নং-৮২/৮৩) এক প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করে।এই প্রতিবাদ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ।অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কীর্ত্তিপুর ১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মান্নান আলী,গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তৃষ্ণা পাত্র, এসরাইল আলী,রউপ, সহিদুল, আজগার সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ ।

চার রাজ্যের নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোট জিতবে: ফিরহাদ হাকিম

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার ৪ রাজ্যের ফলাফলে সব রাজ্যে ইন্ডিয়া জোট জিতবে। আর কেন্দ্রীয় শাসক দল পরাজিত হবে বলে জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শনিবার কলকাতা পৌরসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন,পৌর কমিশনার একটা বিজ্ঞপ্তি জারি করছে। এবার থেকে সমস্ত বিজ্ঞাপনে কিউ আর কোড থাকবে। তাতে বেআইনি হোর্ডিং রোধ করা যাবে। বিজ্ঞাপন নীতি তৈরি করা হচ্ছে। গরীব মানুষের জন্য সরকার বাংলার বাড়ি তৈরি করছে। এই বাড়ি গুলি কেউ বিক্রি করতে পারবে না। এটা বেআইনি হবে। যারা কিনবে তাদের টাকা জলে যাবে। বাংলার বাড়ি কেনা বা বেচা দুটোই দণ্ডনীয় অপরাধ। এটা ১৫ বছরের জন্য লিজে দেওয়া হয়। যারা কিনবেন বা বেচবেন তারা নিজের দায়িত্বে করবেন। কলকাতা পৌর সংস্থা সহ রাজ্যের সমস্ত পৌর সংস্থাতে এই নির্দেশিকা জারি করা হচ্ছে। এটা শুনা যাচ্ছে। আমার কাছে এই ধরনের অভিযোগ আসছে। জমি বেশিভাগ ঠিকা সম্পত্তি বা অনেক জায়গায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি । কিন্তু তারা সরকার কে দিয়ে দিয়েছে। নোনাডাঙ্গা যারা এটা করছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে বলে জানান কলকাতা পৌরসভার মেয়র।৭৪ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। সেটা নিয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের তদন্ত করে দেখতে বলা হয়েছে।পূর্ব কলকাতা পৌর সংস্থার অধীনে নেই। আমাদের কাছে অভিযোগ আসলেই আমরা ব্যাবস্থা গ্রহন করছি। দাবি মেয়র ফিরহাদ হাকিমের।কিছু কিছু পঞ্চায়েত অনুমোদন দিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ পৌর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের।

অনেক জায়গায় বেআইনি পার্কিং হচ্ছে। সেটা নিয়ে আমরা পুলিশকে বলছি। পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। টালিনালাকে সুরক্ষিত থাকার জন্য নেট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম নজর

বাঁশ দিয়ে সোকপিটের ঢালাই করা ঠিকাদার কালো তালিকাভুক্ত হল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: খবরের জের। রডের বদলে বাঁশের ফালি দিয়ে শোকপিটের ঢাকনা ঢালাই এর ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে কালো তালিকাভূক্ত করল বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লক প্রশাসন। ব্লক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে ওই ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির কোনো কাজের টেন্ডারে অংশ নিতে পারবেন না ওই ঠিকাদার। সম্প্রতি বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের লেগো গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ প্রকল্পে বিভিন্ন স্কুল ও আইসিডিএস কেন্দ্রে সোকপিট নির্মাণের টেন্ডার হয়। সেই টেন্ডারে স্থানীয় এক ঠিকাদার সাগরমেজে গ্রামের আইসিডিএস কেন্দ্রের সোকপিট নির্মানের বরাত পায়। অভিযোগ ওই ঠিকাদার সোকপিটের ঢাকনা তৈরীর সময় এস্টিমেটে থাকা রডের পরিবর্তে বাঁশের ফালি ব্যবহার করে রাতারাতি ঢালাই করার চেষ্টা করেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই গ্রামবাসীরা কাজে বাধা দেয়। বেনিয়ম সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচার হতেই নড়েচড়ে বসে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসন। তড়িঘড়ি সাগরমেজে গ্রামের আইসিডিএস কেন্দ্রের সোকপিট নির্মাণের কাজ বন্ধ করার পাশাপাশি ওই ঠিকাদারকে কালো তালিকাভূক্ত করে পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসন। ব্লক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে আগামী দিনে ওই ঠিকাদার পঞ্চায়েত, ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির কোনো কাজের টেন্ডারে অংশ নিতে পারবে না। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত করে ওই ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন কোতুলপুর পঞ্চায়েত সমিতি।

বাংলাদেশে যেতে ভিসা লাগবে কেন, প্রশ্ন যাদবপুরের উপাচার্যর

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● কলকাতা

আপনজন: প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে যেতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের ভিসা লাগবে কেন প্রশ্ন তুললেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর বুদ্ধদেব সাউ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্দুমতি সভাঘরে এক সাহিত্য অনুষ্ঠানে এই প্রশ্ন তোলেন তিনি।শনিবার সাহিত্য সুবর্ণ পরিবারের বার্ষিক উৎযাপন ২০২৩ ও গুনিজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বক্তব্য প্রদানকালে বুদ্ধদেব সাউ বলেন, “বাংলাদেশে যেতে গেলে কেন ভিসা লাগবে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি এক। আমি যেন জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারি বাংলাদেশে যেতে গেলে ভাষাই যথেষ্ট, ভিসা নয়।” “সাহিত্য সুবর্ণ” গোষ্ঠীর আয়োজনে ও “ভ্রমণ রসনা” গ্রুপের সহযোগিতায় এদিনের অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাহিত্য সুবর্ণ-এর সম্পাদক অধ্যাপক ডক্টর ইমদাদ হোসেন। অন্যান্নদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর সুজিত কুমার বসু, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার গুপ্ত, সাহিত্যিক পার্থ সারথি গায়েন, সৈয়দ কাউসার জামান প্রমুখ। এদিন সকাল সোয়া ১১ টায় অনুষ্ঠানের শুরু হয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন জয়ন্তী রায় ও সায়নী রায়। এরপর কয়েকটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন অতিথিরা। অনুষ্ঠানে একক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। কবিতা পাঠ করেন বাংলাদেশের দুই বোন ড. নাইমা খানম ও ড. শামিমা খানমসহ ৪ জন বাংলাদেশি।

মিল্লি কাউন্সিলের সভা ডোমকলে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: অল ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিলের আহব্বানে বহরমপুর মাইনরিটি অফিসে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া এম মিল্লি কাউন্সিলের রাজ্য চেয়ারম্যান শাহুদ আলম। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য হজ কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও নাখোদা মসজিদের ইমাম কারী শফিক কাসেমী, অল ইন্ডিয়া ইমাম মোয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, মুফতি নাজমুল হক সাধারণ সম্পাদক মুর্শিদাবাদ জেলা জমিয়ত, বিশিষ্ট সমাজসেবক ডা: এম. হাসনাত, মুজাফফর খান সাহেব, সভাপতি অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন মুর্শিদাবাদ। আলোচনা করেন মুর্শিদাবাদ জেলার সার্বিক উন্নয়ন বিষয় নিয়ে সকলেই। এদিন রাজ্য নেতৃত্ব জেলা নেতৃত্ব দের কাছে জেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করেন কিভাবে জেলার সংখ্যালঘুদের উন্নতি করা যায়। এবং সংগঠন কে আরও শক্তি মজবুত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয় এদিনের সভায়। জেলার বিভিন্ন ব্লকের ব্লক ইমাম দের নিয়ে আলোচনা করা হয় এদিন।

অধীর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান বিচারপতি অভিজিৎকে

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখার আবেদন জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এদিন সাংবাদিক বৈঠক চলাকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী দেখতে চান বলে দাবী করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী।

তিনি বলেন, “রাজ্যের মানুষের আস্থা, বিশ্বাস, ভরসা অর্জন করেছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করে একটা নির্বাচন হোক। সেই নির্বাচন যদি হয় আমি এই মানুষটাকে ভোট দিতে আগে লাইনে দাঁড়াব। “ রীতি মতো শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে।

প্রসঙ্গত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ক্যান্সার কেয়ার ইউনিটের উদ্বোধনে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি। বহরমপুর শহরের সৈদাবাদে এই ক্যান্সার কেয়ার ইউনিটের উদ্বোধন করবেন বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি। সকালে হাজারদুয়ারী এক্সপ্রেসে এসে বহরমপুর স্টেশনে এসে পৌঁছায়। এরপর সার্কিট হাউসের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তারপর পর্যটন কেন্দ্র হাজারদুয়ারী ঘুরে দেখার পর বিকেলে সংগঠনের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করে পুনরায় বিকেলে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন বলে জানা গিয়েছে । তবে এরই মধ্যে হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নিয়ে শোরগোল ফেললেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বিচারপতির জেলা সফরের দিনেই বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক করেন অধীর বলেন, “আমরা চাইব আগামী দিনে এই বাংলায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ করে একটা নির্বাচন হোক। কারণ মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করছে। ভরসা করছে। এটা এক নতুন দিগন্ত তৈরি হবে যদি এই সমস্ত ব্যক্তিত্বকে রাজনীতির ময়দানে এনে তাদের রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।”

সংহতি দিবসের প্রস্তুতি সভা তৃণমূলের

এম মেহেদী সানি ● মধ্যমগ্রাম

আপনজন: ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটি সংহতি দিবস হিসেবে পালন করা হয় । সেই উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ওইদিনটি কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে । শনিবার তারই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল বারাসাত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যমগ্রামের দলীয় কার্যালয়ে । শনিবার সন্ধ্যায় বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে এই সভা হয় । উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মোশারফ হোসেন, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বিধায়ক তাপস রায়, রহিমা বিবি, জেলা পরিষদ সদস্য আফতাব উদ্দিন, জাহানারা বিবি, রবিউল ইসলাম সহ অন্যান্যরা । এদিন তৃণমূল নেতৃত্বরা সংহতি দিবসের বিষয়টি ব্যখ্যা করে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে কর্মীদের জমায়েতের নির্দেশ দেন । সংহতি দিবস সফল করতে রাজ্য তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের পক্ষ থেকে সভাপতি মোশারফ হোসেন জেলা, ব্লক ও আঞ্চলিক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের নেতৃত্বদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। পাশাপাশি কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপির বৈষম্যমূলক আচরণ, জাতিভিত্তিক রাজনীতির উদাহরণ তুলে ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে তৃণমূলের পাশে ঐক্যবদ্ধভাবে ভাবে থাকার আহ্বান জানান সংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এ দিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে মোহাম্মদ শাহানাওয়াজ, রহমান সরদার, গিয়াস উদ্দিন মন্ডল বাবলু, সিদ্দিক হোসেন সহ জেলার ব্লক, আঞ্চলিক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তৃণমূলের সভা জলঙ্গিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জলঙ্গি

আপনজন: রাজ্যর আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজের টাকা আটকিয়ে রাখার প্রতিবাদে রাজ্যের মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। তারি প্রতিবাদে দিল্লিতেও আন্দোল করতে দেখা গিয়েছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল বিধায়ক, সাংসদ সহ বাংলার বঞ্চিত মানুষ কে নিয়ে। গত ২৩ শে নভেম্বর নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে ২ ও ৩ ডিসেম্বর রাজ্যর প্রতিটা বুথে বুথে প্রতিবাদ মিছিল করাতে হবে সেই মতো রাজ্যর পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি বিধানসভার নরসিংহ পুরে বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার বিকেলে, এদিন উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম,ব্লক সভাপতি বিষ্ণুপদ সরকার,ঘোষপাড়া পঞ্চায়েত প্রধান ফিরোজ আলী, কর্মধ্যক্ষ বাবুলাল মন্ডল সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি সহ কর্মীসমর্থকরা। এদিন বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক বলেন কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ মিছিল আগামীতে আরও বড়ো আন্দোলন হবে যদি কেন্দ্র সরকার রাজ্যর প্রাপ্ত অর্থ না দেয়। ব্লক সভাপতি বিষ্ণুপদ সরকার বলেন কেন্দ্র সরকার যেভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তৃণমূল নেতা মন্ত্রীকে হেনস্থ করছে তার প্রতিবাদে দু দিন বুথে বুথে প্রতিবাদ মিছিল হবে।

চাঁদা গ্রামে রক্তদান শিবির ও বস্ত্র বিলি

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: চাঁদা গ্রাম বাসিবৃন্দের সহযোগিতায় ও চাঁদা জীবন জ্যোতি ক্লাবের পরিচালনায় ২০২৩ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উৎসব উপলক্ষে থ্যালাসেমিয়া মুমুর্ষু রুগীদের রক্তের অভাব দুর করতে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি এবং এলাকার দুঃস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিন চাঁদা নয়া পারা প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন ডায়মন্ড হারবার বিধান সভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার,জেলা পরিষদের সদস্যা মণমহিনি বিশ্বাস,এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বি এম ও এইচ ডা: আরিফুল ইসলাম, ডা: আকবর হোসেন পঞ্চগ্রাম হসপিটাল সহ আরও অন্যান্য বিশিষ্ঠ ব্যাক্তি রা। এখানে প্রায় ৫০ জন এর উপর পুরুষ ও মহিলা রক্তদান করেন।

বিকাশ একাডেমির বার্ষিক সভা

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের বাজারগাও এক নম্বর পঞ্চায়েতের যাদবপুর আদর্শ শিশু বিকাশ একাডেমীতে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শনিবার। কুরআন তেলাওয়াত, নাত-এ-রসুল ও উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাজারগাঁও ১ নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধানের প্রতিনিধি আবদুল মাজেদ, বুড়িহান সিনিয়র মাদ্রাসার টি. আই.সি. মোজাম্মেল হক, আতাউর রহমান, সাদেক আলী, প্রাক্তন মেম্বার আনজারুল হক সহ আরো অনেকেই। একাডেমির ডাইরেক্টর আনিসুর রহমান বলেন, এটি একটি জাগরণ। ছাত্রছাত্রীদের আত্মপ্রকাশ সম্ভব হবে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এবছর প্রথম আয়োজিত হয় অনুষ্ঠানটি, আগামীতেই এমন অনুষ্ঠান হবে এমনটাই আশাবাদী তিনি। একাডেমির ডাইরেক্টর আরও বলেন, এটি যেহেতু মূলত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অঞ্চল তাই এই একাডেমির ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি কোরান, উর্দু, ফারসি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়।

সিভিকে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা আত্মসাৎ নেতার!

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: সিভিক ভলেন্টিয়ারের চাকরি করে দেওয়ার নাম করে দপায় দফায় এক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল এক শাসক দলের নেতার বিরুদ্ধে। টাকা চাইতে গেলে হুমকির অভিযোগ পরিবারের যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে ওই তৃণমূল নেতা।শান্তিপুর থানার ফুলিয়া হাসপাতাল পাড়া এলাকার বাসিন্দা মালা শর্মার কাছ থেকে গত ছয় মাস আগে তার ছেলেকে সিভিক ভলেন্টিয়ারের চাকরি করে দেওয়ার নাম করে টাকার দাবি করে। প্রথমে ৫০ হাজার টাকা নেই দ্বিতীয় দফায় আরো ৫০ হাজার টাকা নেই বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা সুপ্রভাত সরকার ফুলিয়া টাউনশিপ অঞ্চলের তৃণমূলের আহ্বায়ক।মালা শর্মার দাবি, মোটামুটি তিন মাসের মধ্যে চাকরি দেওয়ার শর্ত থাকলেও ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও চাকরি দিতে পারেনি ওই তৃণমূল নেতা। ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর টাকা চাইতে গেলে বিভিন্ন কথা বলে বার বার বাড়ি পাঠিয়ে দেয় ওই মহিলাকে।শুধু তাই নয় অবশেষে টাকা চাইলে হুমকি দেখানোর অভিযোগ ওঠে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে।কোন উপায় না পেয়ে অবশেষে এদিন শান্তিপুর থানার দারস্ত হন ওই মহিলা।শান্তিপুর থানায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও মালা শর্মার তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন তৃণমূল নেতা সুপ্রভাত সরকার। তিনি বলেন, ওই মহিলা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন তার বিরুদ্ধে। এটা বিরোধী রাজনৈতিক দলের চক্রান্ত হয়ে থাকতে পারে। আমি কারো কাছ থেকে কোন টাকা পয়সা আজ পর্যন্ত নেইনি।এ'বিষয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা সোমনাথ কর বলেন,সব ছোট বড় নেতাদের একই চরিত্র। সবাই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। আসলে পুলিশের একরকম মদতেই এরা দুর্নীতি করেই চলেছে। এরা জানে রাজ্য পুলিশ কোন তৃণমূল নেতাকে কিছু করতে পারবে না। আমরা চাই যে নেতা টাকা আত্মসাৎ করেছে তার কঠোরতম শাস্তি হোক।

গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে ভূমি দফতরের কর্মীর ধাক্কায় মৃত্যু

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: নতুন গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা এক গ্রামবাসীকে পিষে দিল ভূমি দপ্তরের মহরিল।ঘটনায় আতহ মৃতের স্ত্রী সহ তিন মাসের শিশু সন্তান।মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুর একটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের রামশিমূল গ্রামে। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃত ব্যক্তির নাম সামিউল হক ওরফে (৪৮)। আহত হয়েছেন মৃতের স্ত্রী আনজুরা খাতুন ও তার তিন মাসের কন্যা সন্তান।আহতরা হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামশিমূল গ্রামের বাসিন্দা তথা হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের ভূমি ও ভূমি সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের মহরিল মুন্না আলি নতুন চারচাকা গাড়ি কিনে গাড়ি চালানো শিখছিলেন।এদিন দুপুরে তুলসীহাটা থেকে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন সে।সামিউল হক তার পরিবারকে নিয়ে নিজের বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন।সেই সময় গাড়ি চালক মুন্না আলি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেড়া ভেঙে সামিউল হকের পরিবারকে ধাক্কা মারে।গাড়ির ধাক্কায় সামিউল হকের স্ত্রী আনজুরা বিবি ও তিন মাসের কন্যা সন্তান রক্তাক্ত হয়ে পড়েন এবং সামিউল হককে বাড়ির সামনে থেকে ১০০ মিটার দূরে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায়।স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়।হাসপাতালে সামিউল হকের মৃত্যু ঘটে বলে খবর।ওই দিনমজুরের মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

হরিহরপাড়ায় সভা করলেন নওশাদ

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় সভা করলেন আইএফএফ চেয়ারম্যান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকি। শনিবার বিকেলে হরিহরপাড়া হাইস্কুল সংলগ্ন মাঠে ওই সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ওই সভা বলে দাবি কর্মীদের। এদিন হরিহরপাড়া পেট্রল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। তাছাড়া মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবি, নদী ভাঙন রদ, ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের দাবিতে সরব হন তিনি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে এদিন আইএসএফে যোগদান করেন শতাধিক কর্মী সমর্থক।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ট্রাক্টরে চাপা পড়ে মৃত্যু চালকের

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: ধান বোঝাই ট্রাক্টরে চাপা পড়ে মৃত্যু হল চালকের। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের লোহাপুর গ্রামে। ৩১ বছর বয়সী মৃত ট্রাক্টর চালকের নাম মিজারুল ইসলাম ওরফে মিল্টন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ট্রাক্টরটি প্রতিবেশী গ্রাম বানেশ্বর মাঠ থেকে ধান বোঝায় করে লোহাপুর গ্রামে আসছিল। সে সময় রাস্তায় বাক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিকট আওয়াজের সঙ্গে ট্রাক্টরটি উল্টে যায়। যার ফলে ট্রাক্টর চালক মিজারুল ইঞ্জিনে চাপা পড়ে যায়। এলাকা স্থানীয়রা সেই আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঘটনা স্থলে এসে চালককে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করেন। তৎক্ষণাৎ তার চিকিৎসার জন্য লোহাপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রথমে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসক আশংকা জনক অবস্থায় দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে স্থানান্তরিত করা হয় রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

সেখানেই শুক্রবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ তার মৃত্যু হয়। পরিবারে ছোট ছোট তিন ছেলে ও স্ত্রীকে রেখে এই দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন মিজারুল ইসলাম। এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। শনিবার রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়না তদন্তের পর বিকেলের দিকে লোহাপুর গ্রামের সাহাবা খানায় তাকে কবরস্থ করা হয়।

সুতি থানার পুলিশের বড়সড় সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সুতি থানার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল সহ এক বাংলাদেশী সহ দুই ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করলো মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার পুলিশ। শনিবার ভোররাতে সুতি থানার লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েতের মধ্য পাড়া এলাকার লিচুবাগান থেকে গ্রেফতার করা হয় তাদের। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম সহিদুল ইসলাম এবং জাহাঙ্গীর আলম। তাদের মধ্যে সহিদুলের বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর এলাকা হলেও জাহাঙ্গীর আলমের বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকা। ধৃতদের কাছ থেকে ২৯৩ বোতল ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। কি উদ্দেশ্যে এবং কাকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল ওই ব্যক্তি তার তদন্ত করে দেখছে সুতি থানার পুলিশ।

কাঁথিতে প্রতিবাদ সভা

আনোয়ার হোসেন ● কাঁথি

আপনজন: কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এস.সি.এস.টি.এবং ও.বি.সি সেলের ডাকে শনিবার কাঁথি সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে প্রতিবাদ সভা, জেলাপরিষদের সদস্য সেক আনোয়ার উদ্দিন বলেন, বিজেপির দ্বারা বিধানসভায় জাতীয় সংগীত অবমাননার প্রতিবাদে এই সভা। উপস্থিত ছিলেন কারামন্ত্রী অখিল গিরি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সভাধিপতি বিধায়ক উত্তম বারিক, এইচডিএর চেয়ারম্যান জোর্তিময় কর প্রমুখ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি
- নিবন্ধ: মহাকবি হাফিজ সিরাজী
- অণুগল্প: অন্তরালে
- ধারাবাহিক গল্প: রুদ্ধতায় একমুঠো শুদ্ধতা
- ছড়া-ছড়ি: টাইগার হিল

যার কবিতার ভক্ত ছিলেন জার্মানির কবি গেটে থেকে বাংলার রবীন্দ্র-নজরুল কিংবা অটল বিহারী বাজপেয়ীও

মহাকবি হাফিজ সিরাজী

প্রিয়ার গালের একটি তিলের জন্য বোখারা আর সমরখন্দ বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যিনি, তিনি খাজা শামস-উদদীন মোহাম্মদ হাফিজ-ই-সিরাজী। পারস্যের সুফি কবি। পারস্যের (বর্তমান ইরান) সিরাজ শহরে কবি হাফিজ সিরাজী মোসল্লা নামক স্থানে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। এই ইরানি কবিকে বুলবুল-ই-সিরাজ বলা হত। এই মহানকবি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন **ফৈয়াজ আহমেদ..**

প্রেম-সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিকতার সবচেয়ে মহিমান্বিত কণ্ঠস্বর হাফিজ শিরাজি। যিনি ইরানিদের কাছে বুলবুল, অদৃশ্যের কণ্ঠস্বর আর পৃথিবীর মানুষের কাছে অনন্ত প্রেম, অযুত রহস্যের মর্মসন্ধানী হিসেবে পরিচিত। তাঁর প্রতি নিরবচ্ছিন্ন আকর্ষণ অনুভব করেছেন জ্ঞানপিপাসু ও সাহিত্যপ্রেমীরা। জার্মানির জাতীয় কবি গেটে মহাকালের মহাকবি হাফিজ পাঠে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বলছেন- Hafiz! Lets share all joy and woe, as true twin brothers, one from two. দেশ-কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে গেটে তাকে নিজের জোড়ভাই বলে সম্ভাষণ জানিয়েছেন। হাফিজের সাহিত্যকর্ম ওরিয়েন্টালিস্ট জোসেফ ভন হ্যামার কর্তৃক ১৮১২ সালে জার্মান ভাষায় প্রথম অনূদিত হয়। গেটে কিছুটা বৃদ্ধ বয়সে অর্থাৎ ৬৫ বছর বয়সে হাফিজের অনূদিত লেখা পড়ে অভিভূত ও মোহবিষ্ট হয়ে পড়েন। হাফিজের দিওয়ান (Divan) তাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে, আর সে আলোকে তিনি লিখে ফেললেন ১২ খণ্ডের অনন্য সাহিত্যকর্ম West Eastern Divan (the parliament of East and West. শুধু তা-ই নয়, হাফিজের অসাধারণত্ব প্রকাশে তিনি বলেন- Hafiz has no peer.

পাশ্চাত্যের তাবৎ কবি সাহিত্যিকের গুণমুগ্ধ মহাকবি হাফিজের আসল নাম শামসুদ্দীন মোহাম্মদ। তিনি কোরআনের হাফেজ ছিলেন বলে তার আসল নামটি চাপা পড়ে 'হাফিজ' নামেই পরিচিতি লাভ করেন। ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে শিরাজের মোসাল্লা নামক স্থানে চতুদর্শ শতাব্দীর শুরুর দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বহু বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও কীর্তিমান ব্যক্তিত্বের জন্মস্থান এই শিরাজ। এটি কবি ও সাহিত্যিকের শহর হিসেবে পরিচিত। তাই তো উইকিপিডিয়া বলছে, Shiraj is known as the city of poets, literature, wine (despite Iran being an Islamic republic since 1979) and flowers.

তার কবিতা, গজল, রুবাইয়াতের ছত্রে ছত্রে কুরআনের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে, তাই তো তিনি নিজেই তার ব্যাপারে বলেছেন-হে হাফিজ, তোমার বক্ষে ধারণকৃত এ কুরআনের চেয়ে সুন্দর ও সুমিষ্ট বাণী আর কিছুই দেখি না। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক সাধক পুরুষ। তার মধ্যে ঐশী প্রেমের যে অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেছেন, সেটাকে তিনি আল্লাহর বিশেষ তোহফা হিসাবেই বিবেচনা করেছেন। মহান আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ছাড়া কোনো ভালোবাসাই পূর্ণতা পায় না, আর এ কথা তিনি বলেছেন বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্নভাবে।

নারীর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা তার কবিতায় ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। প্রেয়সীকে কাছে পাওয়ার জন্য তিনি বলছেন, 'প্রাণ যদি মোর দেয় ফিরিয়ে সেই তুর্কি সওয়ার মনচোরা, একটি কালো তিলের লাগি বিলিয়ে দেব সমরখন্দ ও বোখরা'। তিনি হয়তো কোনো সুন্দরীর প্রেমে পড়েছিলেন, আদর করে নামও দিয়েছিলেন শাখ-ই-নবাৎ। কিন্তু কখনো তার কোনো লেখায় সে রমণীর পরিচয় জানা যায়নি। বাস্তবে এ ধরনের কেউ কি ছিলেন? নাকি পুরোটাই তার কল্পনার দোলাচল? তার বক্তব্য, ভাবনা, উপলব্ধি প্রকাশে তিনি এত বেশি রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার করেছেন, যা বুঝতে মনস্ক পাঠককেও অনেক মনোযোগী হতে হয়। তিনি বলেছেন- Am I a sinner or a saint, which one shall it be? Hafiz holds the secret of his own mystery.

হাফিজের অনেক রুবাইয়াত, গজল, কবিতাই হারিয়ে গেছে, তার বন্ধু গুল আন্দামের সংগ্রহ করা কবিতাগুলোই Divan-e-Hafiz নামে পরিচিতি লাভ করে। তিনি ইরানের জনগণের চিন্তার জগতে এত বেশি প্রভাব রেখে গেছেন যে, তার মৃত্যুর ৭০০ বছর পরও ইরানের প্রায় প্রতিটি ঘরে হাফিজের কবিতার বই সংরক্ষিত ও পঠিত হয়। ওরা তাকে ভালোবেসে শিরাজের 'বুলবুলি' বলে ডেকে থাকেন।

উইকিপিডিয়া বলছে-হাফিজের মৃত্যুর ১০০ বছরের মধ্যেও তার কোনো জীবনী রচিত হয়নি, তাই তার জন্ম-মৃত্যুর দিনক্ষণ ও জীবনের অনেক ঘটনাই সাধারণের অগোচরে থেকে গেছে। তার পিতা বাহাউদ্দীন ইস্পাহানি নগরী থেকে ব্যবসা উপলক্ষে শিরাজে এসে বসবাস করতে থাকেন। পিতার মৃত্যুতে হাফিজ ও তার মা কঠিন আর্থিক সমস্যায় পড়েন। তাই ছোট বয়সেই তাকে রুটির দোকানে কাজ করে সংসার চালাতে হয়।

হাফিজের সাহিত্যকর্মে ইসলামের ব্যাপক প্রভাব এবং শ্রদ্ধা, ভালোবাসা থাকার পরও মৃত্যুর পর তার দাফন কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে

ছবি: উইকিপিডিয়া

মতবিরোধ তৈরি হয়। তার ধর্মচিন্তা নিয়েও মানুষজন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তখন কতিপয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যস্থতায় সিদ্ধান্ত হয় যে, তার সব সাহিত্যকর্ম একত্রে জড়ো করে কেউ একজন তার রচনার যে কোনো একটি পৃষ্ঠা খুলবে এবং সে পৃষ্ঠার প্রথম দু'লাইন পড়ে তার ধর্ম চিন্তার বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত আসবে তা মেনে নেওয়া হবে। এ পদ্ধতিতে যে পৃষ্ঠা খোলা হয় তার প্রথম দু'লাইন ছিল 'হাফিজের এ শব হতে গো তুলো নাকো চরণ প্রভু, যদিও সে মগ্ন পাপে বেহেশতে সে যাবে তবু'। এরপর সব মতবিরোধ ভুলে তাকে এক আঙুর বাগানে দাফন করা হয়। হাফিজিয়া নামের সে স্থান এখন ইরানের জনগণের ভক্তির একটি স্থানে পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ ওই স্থান পরিদর্শনে আসেন। আমাদের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হাফিজ পাঠে মুগ্ধ ও তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তিনি সরাসরি ফার্সি ভাষা থেকে তার (হাফিজ) কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি যখন রুবাইয়াত-ই-হাফিজ অনুবাদ করছিলেন, তখন তার সন্তান মৃত্যু শয্যায়। তাই তো নজরুল বলেছেন-'যে পথ দিয়ে আমার পুত্রের শবযান চলে গেল, সে পথ দিয়েই এলেন প্রিয়তম কবি হাফিজ'। কাজী নজরুল হাফিজের কাব্য অনুবাদে মুনশিয়ানার ছাপ রেখেছেন এবং এ অনুবাদ কর্ম সর্বমহলে প্রশংসিতও হয়েছে। তাই তো মনের অজান্তে সেসব কবিতার সুর গুনগুনিয়ে বাজতে থাকে, তেমনি একটি ছন্দ-'হায় বধুয়া! দাও পেয়ালা ঢালো শারাব মধুক্ষরা/ সহজ ছিল পথটি প্রেমের দেখছি এখন কাঁটা ভরা/ভেবেছিলাম ভোর বাতাসে কস্তুরী বাস আসবে ভেসে/ বধুর চিকন চিকুর হতে কলজে হলো ঘায়েল শেষে।' তিনি হাফিজের প্রায় ৩০-৩৫টি গজল অনুবাদ করেছিলেন।

জোড়াসাকোঁর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের সাংস্কৃতিক বিকাশেও পারস্যের কবি সাহিত্যিকদের অসম্ভব প্রভাব লক্ষ করা গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফারসি ভাষার ওপর অগাধ দখল ছিল। সুলতানি আমল থেকে শুরু করে ইংরেজদের এ উপমহাদেশে ক্ষমতা গ্রহণের পরও দীর্ঘদিন ফারসি ছিল এ অঞ্চলের দাপ্তরিক ভাষা। সে জন্য শিক্ষিত ব্যক্তি প্রায় সবাই কমবেশি ফারসি জানতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি হাফিজের এমন সমঝদার ছিলেন যে, প্রতিদিন সূর্য উঠার সময় সূর্যের দিকে মুখ করে হাফিজের কবিতা আওড়াতেন। অনেকেই বলে থাকেন তার হাফিজ মুগ্ধতা ছিল তার উপনিষদ সাধনার মতো সত্য। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারস্য ভ্রমণে বাদ যায়নি সেসব কবিদের সমাধি পরিদর্শন। হাফিজের সমাধিতে এসে কবিগুরু বলছেন-'আমার পিতা ছিলেন হাফিজের অনুরাগী ভক্ত, তার মুখ থেকে হাফিজের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেসব কবিতার মাধুর্য দিয়েই পারস্যের হৃদয় আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। আমি সেসব কবিদের উদ্দেশে আমার সকৃতজ্ঞ অভিবাদন অর্পণ করতে চাই। যাদের কাব্য সুধা জীবন্তকাল পর্যন্ত আমার পিতাকে এত সান্ত্বনা, এত আনন্দ দিয়েছে।'

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী হাফিজের সমাধি পরিদর্শন করেছিলেন। এর অল্প কয়দিন আগে তার পায়ে সার্জারি হওয়ার কারণে তিনি ব্যথা অনুভব করছিলেন। গাইডরা তার মন ভালো করতে হাফিজের কবিতা সম্পর্কিত একটি স্থানীয় প্রবাদ শোনান-কেউ মনে কোনো গোপন ইচ্ছা নিয়ে হাফিজের কবিতার বইয়ের যে কোনো পৃষ্ঠা খুললে যে কবিতা দেখা যাবে তাতে সে ইচ্ছা সম্পর্কিত ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, এবং হলোও তাই, এতে তিনি এত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন যে অনেকক্ষণ একা তার কবরের পাশে বসে নীরবে অশ্রুপাত করেন। বলা হয়ে থাকে মহারানি ভিক্টোরিয়া সমস্যা উত্তরণে কখনো কখনো হাফিজের লেখনির শরণাপন্ন হতেন। হাফিজ সাহিত্য কর্ম ইংরেজিতে প্রথম অনূদিত হয় ১৭৭১ সালে এবং তার আগে ইউরোপে হাফিজের কোনো পরিচিতি ছিল না বললেই চলে। উইলিয়াম জোনসের অনুবাদ পাশ্চাত্যের লেখক থোরো (Thoreau), গেটে, রালফ ওয়ালডো এমারসন-এর ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের অনন্য চরিত্র শার্লক হোমস হাফিজ সম্পর্কে বলছেন-. There is as much sense in Hafiz as in Horace, and as much knowledge of the world.

হাফিজের প্রতি গেটের অসাধারণ শ্রদ্ধার কারণে হাফিজ জার্মান জনগণেরও ভালোবাসার ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। তাই তো এ দু'ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে গেটের জন্মস্থান ওয়েমার সিটিতে একটি মনুমেন্ট তৈরি করা হয়েছে। ওয়েমার জার্মানির একটি প্রাচীন শহর, শত শত বছর ধরে এটি জার্মানির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। এখানে একটি গ্রানাইট প্রস্তরখণ্ড কেটে মুখোমুখি দুটি চেয়ার বানানো হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রখ্যাত দু'কবির আত্মিক ঘনিষ্ঠতাকে চিত্রিত করাসহ আরও বোঝানো হয়েছে, পৃথিবীর দু'প্রান্তের দু'বিখ্যাত কবি সামনাসামনি বসে পূর্ব পশ্চিম নিয়ে আলোচনা করছেন, যদিও দু'জনের এ পৃথিবীতে আসার সময় ও দু'দেশের ভৌগলিক দূরত্বের ব্যবধান যথাক্রমে শত বছর ও সহস্র মাইলের। ২০০০ সালে ইরান ও জার্মানি সরকারপ্রধান যৌথভাবে এ মনুমেন্টের উদ্বোধন করেন। আসলেই পূর্ব পশ্চিমের সভ্যতার দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সাংস্কৃতিক দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য সংলাপ, সদ্ভাব ও সুসম্পর্কের কোনো বিকল্প নেই। এ দূরত্ব কমিয়ে আনতে 'সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিনিময়'-এর আলোচনা শুরুর এই তো সময়, আর এ মনুমেন্ট সে ইঙ্গিতই দিয়ে যাচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে প্রতিবছর অক্টোবর মাসে ইরান ও জার্মানিতে 'হাফিজ মেমোরিয়াল ডে' উদযাপনের মাধ্যমে দু'কবির জন্মস্থান ওয়েমার ও শিরাজ নগরী যেন 'টুইন সিটি'তে পরিণত হয়ে গেছে। হাফিজ তার জীবদ্দশাতেই ইসলামি বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছিলেন, তখন থেকে ব্যাপক বিস্তৃত এ অঞ্চলের কবি, গীতিকার, সাহিত্যিকদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন। তার গান, কবিতা, গজল ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে গীত ও পঠিত হয়ে থাকে। তিনি লেখনির সাহায্যে প্রায় সব জাতি, গোষ্ঠী, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানুষের কাছে পৌঁছে গেছেন। তাকে নিয়ে, তার সাহিত্যকর্ম ও দর্শন নিয়ে এখনো বিশ্ব সাহিত্যবোদ্ধারা গবেষণা করে চলেছেন। প্রখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, দাসপ্রথা উচ্ছেদের অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব রালফ ওয়ালডো এমারসন (১৮০৩-১৮৮২) তাকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলছেন-Hafiz is a poet of poets.

তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া, যুগান্তর পত্রিকা ও অন্তর্জাল।

কেন্দ্রের মসনদে দ্বিতীয়বারের মতো 'সম্রাটের' ভূমিকায় নরেন্দ্র মোদি। তার শাসনামলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি তলানিতে, বৃদ্ধি পেয়েছে বিদ্বেষের মাত্রা। যদিও নির্বাচনে ডাক দিয়েছিলেন 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। বাস্তবে তার যথার্থ প্রতিফলন না ঘটলেও প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে নিজের ইমেজ তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছেন। তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন **ড. দিলীপ মজুমদার।**

ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি

দেশে ফিরে দিল্লিতে না গিয়ে তিনি সোজা চলে আসেন বেঙ্গালুরুতে। রোড শো করে তিনি চলে আসেন ইসরোর টেলিমেট্রি ট্র্যাকিং অ্যাণ্ড কম্যাণ্ড নেটওয়ার্ক মিশন কন্ট্রোল কমপ্লেক্সে। তাঁকে অভ্যর্থনা জানান ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ। প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রযান-৩এর নেপথ্য কাহিনি ঘুরে ঘুরে দেখেন। জানি না সে সময় তাঁর মনে পড়ছিল কি না 'টেলিগ্রাফ ' পত্রিকার কথা, যারা তাঁকে 'সায়েন্স লরিয়েট' উপাধি দিয়েছে। তারপর 'জয় বিজ্ঞান' ধ্বনি তুলে তিনি চাঁদের জমির নামকরণ করেন। তিনি বলেন, " আমাদের বিক্রম ল্যাণ্ডার চাঁদের যে অংশে নেমেছে সে ছবি আমি দেখেছি। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবার চাঁদের ওই অংশে কোন দেশ পা ফেলতে পারল। আর সে ছবি গোটা বিশ্ববাসী দেখেছে। চন্দ্রযান-৩ কেবল ভারতের নয়, মানব সভ্যতার সাফল্য। চাঁদের যে মাটির যে অংশে বিক্রমল্যাণ্ডার অবতরণ করেছিল সেই অংশের নাম হবে শিবশক্তি। '

'শিবশক্তি' নামকরণের কারণও ব্যাখ্যা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "শিব নামের মধ্যে মানব সভ্যতার কল্যাণের সংকল্প রয়েছে। আর শক্তির মাধ্যমে ওই সংকল্প পূরণ করার সাহস তৈরি হবে আমাদের মধ্যে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যুক্ত থাকার অনুভূতি জোগাবে চাঁদের শিবশক্তি পয়েন্ট। যে মনোযোগ দিয়ে আমরা কর্তব্য পালন করি, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এবং বিচারের অগ্রগতি লাভ করি আর কল্যাণমূলক সংকল্প নিই,সে ক্ষেত্রে এই শক্তির প্রয়োজন রয়েছে আমাদের। দেশের নারীশক্তিও এই চন্দ্রাভিযানে বিশাল ভূমিকা নিয়েছে। চাঁদের শিবশক্তি পয়েন্ট ভারতের সেই মহিলা শক্তির প্রতীক হয়ে থাকবে। "

চেয়ারম্যান সোমনাথের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কথা বলছিলেন, এমন সময়ে সেখানে এসে দাঁড়ালেন কয়েকজন তরুণ বিজ্ঞানী। একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছেন তাঁরা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁরা এক চা-চক্রে মিলিত হতে চান। সেখানে ঘরোয়া বৈঠক হবে। রাজি হয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী।

মিশন কমপ্লেক্সের ডান দিকে ছিল বিশাল এক হলঘর। তরুণ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সেখানে এলেন প্রধানমন্ত্রী। পরিচয়পর্ব শেষ হল। চা-পান শেষ হল। তারপর একজন তরুণ বিজ্ঞানী উঠে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, স্যার..

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন, এসব আংরেজি শব্দ নয়। তুমি আমাকে প্রধানমন্ত্রীজি বা মোদিজি বলতে পারো।

বিজ্ঞানীটি বললেন, মোদিজি, আপনি খুব ঘুরতে ভালোবাসেন না?

স্মিত হেসে মোদিজি বলেন, ছোটবেলা থেকে আমি পরিব্রাজক।

--শুধু দেশে নয়, আপনি তো প্রায়ই বিদেশে যান। কে যেন বলেছিল, ভারতের আর কোন প্রধানমন্ত্রী আপনার মতো এত দেশ ঘোরেন নি। মোদিজি উত্তরে বলেন, সাধে কি যাই? বিদেশের মাটিতে ভারতের ডঙ্কা বাজাতে হবে না! আর একজন বিজ্ঞানী বলেন, মোদিজি আপনার তো কোন পরিবার নেই, সংসারের বন্ধন নেই, স্ত্রী থাকতেও নেই, আপনার নিঃসঙ্গ লাগে না?

ভারিক্কি চালে মোদি বললেন, কিসের নিঃসঙ্গতা? মনটাকে বড় করতে হয়। তখন বুঝতে পারবে দেশে দেশে আমাদের ঘর আছে। তারপর একটু থেমে মোদিজি বলেন, কিন্তু এসব ব্যক্তিগত কথা কেন? তোমরা বিজ্ঞানের কথা বলো, বিজ্ঞানের বিজয়ের কথা বলো। কতবড় সাফল্য বলো তো! আমি খুব গর্বিত যে আমি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এই অসম্ভব সম্ভব হল। সেই সাফল্য অর্জনের জন্য

আমি সব রকম সাহায্য দিয়েছি, তাগিদ দিয়েছি।

কর্নাটকের এক বিজ্ঞানী বললেন, মোদিজি, আমার একটা অনুরোধ আছে।

--বলে ফেলো।

--- চন্দ্রযানের এই সাফল্যকে রাজনীতির ব্যাপারে, নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করবেন না।

অবাক হলেন প্রধানমন্ত্রী। বললেন, ব্যবহার করব না? বলো কি? এটা যে এখন আমার তুরুপের তাস। একের পর এক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আজ মণিপুর তো কাল হরিয়ানা। তার উপর সুপ্রিম কোর্টের সিজিআই। তার উপর নাগপুর লবি আর গোরক্ষপুর লবি। ঘরভেদী বিভীষণেরা তো আছেই।

সার্জিক্যাল স্ট্রাইককে ব্যবহার করে সুফল পেয়েছি, চন্দ্রাভিযানের সাফল্যকেও ব্যবহার করতে হবে।

তামিলনাড়ুর এক তরুণ বিজ্ঞানী বললেন, মোদিজি, আমাদের ইসরোর একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এ সাফল্য হঠাৎ আসে নি। আপনাকে একটু স্মরণ করিয়ে দিই। মহাকাশ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বিক্রম সারাভাইএর অনুরোধে তখনকার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ১৯৬২ সালে পরমাণু শক্তিবিভাগের (ডি. এই) অধীনে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ (ইনকোসপার) প্রতিষ্ঠা করেন। ডি.এই-র মধ্যে ইনকোসপার বিকশিত হয়ে ১৯৬৯ সালে তৈরি হয় ইসরো। ১৯৭২ সালে ভারত সরকার মহাকাশ কমিশন ও মহাকাশ বিভাগ (ডস) গঠন করেন। ইসরোকে ডসের অধীনস্থ করা হয়। মহাকাশ প্রযুক্তি ও জ্যোর্তিবিজ্ঞান-এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ডসের দ্বারা পরিচালিত হয়। ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট উৎক্ষেপণ করা হয় ১৯৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল সোবিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে। ১৯৮০ সালে ইসরো এস এল ভি-৩ রকেটের সাহায্যে যে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে তার নাম আর এস-১। মোদিজির মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল তিনি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। কোন ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষ পরের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসেন না। এ কথা বলে গেছেন দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'রামায়ণী কথা' বইতে। বক্তাকে থামিয়ে মোদিজি হাসার চেষ্টা করে বললেন, এই ঘরোয়া বৈঠকে ইতিহাসের কচকচি ভালো লাগছে না।

বাংলার এক তরুণ বিজ্ঞানী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমার একটা প্রশ্ন ছিল।

--বলে ফেলো।

--আপনি চাঁদের জমির নামকরণের আগে একটা ধ্বনি দিয়েছিলেন।

--ঠিক,ঠিক। আমি 'জয় বিজ্ঞান' ধ্বনি দিয়েছিলাম।

-কেন এ রকম ধ্বনি দিয়েছিলেন?

--বারে, দেব না! বলো কি! বিজ্ঞানের জন্যই তো এ রকম অসাধ্য সাধন হয়েছে।

--আপনি আধুনিক বিজ্ঞান মানেন?

অবাক হয়ে মোদিজি বলেন, এ সব কি বলছ তুমি!

--আপনি যদি অভয় দেন তাহলে বলি।

--নিশ্চয়ই। বলো তুমি।

-- গত কয়েক বছর ধরে আপনি আর আপনার দলের লোকেরা বলে চলেছেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার নাকি বেদে আছে। এমন কি বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১০২তম অধিবেশনে ক্যাপ্টেন আনন্দ জে বোদাস বলেছেন ৭ হাজার বছর আগে মহর্ষি ভরদ্বাজ না কি তাঁর 'বৈমানিক শাস্ত্র' বইতে এমন বিমানের উল্লেখ করে গেছেন। সে বিমান শুধু একদেশ থেকে অন্য দেশে নয়, এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহেও পাড়ি দিতে পারত। সে বিমানর প্রযুক্তি এমনই ছিল যে মাঝ আকাশে বিমানকে স্থিরভাবে ভাসিয়ে রাখা যেত। এই বিমানে জ্বলানি হিসেবে ব্যবহার করা হত গরু বা হাতির মূত্রকে।

বিজ্ঞানীর কথা শুনতে শুনতে মোদিজির মুখের রেখা কঠোর হয়ে উঠছিল। কিন্তু এই রকম পরিবেশে ক্রোধ প্রকাশ করা ঠিক হবে না ভেবে তিনি চুপ করে বসে রইলেন। এদিকে গরুর কথা শুনে ওড়িশার এক বিজ্ঞানী হাসতে হাসতে বলে বসলেন, গরুকে নিয়ে আপনাদের অবসেশন আছে মোদিজি।

আপনারা বলে বেড়ান গরুর দুধে সোনা আছে, গরু অক্সিজেন গ্রহণ ও ত্যাগ করে, বাড়ির দেওয়ালে গোবর লেপে রাখলে ভূমিকম্পের হাত থেকে রেহাই মেলে।

সভায় হাসির রোল উঠল। এ হাসি যে ব্যঙ্গের, মোদিজি বুঝতে পারলেন। রাগে তাঁর শরীর জ্বলতে লাগল। তাঁর মনে হল এই ছোকরাগুলি হয় আরবান নকশাল, না হয় টুকরা টুকরা গ্যাংএর সদস্য। এদের পেছনে লেলিয়ে দিতে হবে সিবিআই বা ইডিকে। দিল্লি গিয়েই তিনি সঞ্জয় মিশ্রকে ডেকে পাঠাবেন।

মনের ভাব মনে চেপে রেখে মোদিজি বিজ্ঞানীদের হাসিতে যোগ দিলেন সপ্রতিভভাবে। যেন তিনি এসব ব্যঙ্গের অনেক উর্ধ্বে।

হাসতে হাসতে পেছনের দিক থেকে কোন এক বিজ্ঞানী বলে উঠলেন, আরে আমাদের মোদিজিও কম যান না! তিনি বলেছেন প্রাচীন ভারতে না কি প্লাস্টিক সার্জারি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল।

আবার হাসির রোল উঠল

কিছুক্ষণ পরে দিল্লির এক তরুণ বিজ্ঞানী গম্ভীর গলায় বললেন, মোদিজি আপনি কি জানেন ?

--কোন ব্যাপার বলতো!

-- একটি ইংরেজি সংবাদপত্র আপনাকে ও আপনার কয়েকজন সহকর্মীকে সায়েন্স লরিয়েট উপাধি দিয়েছে!

এবার উৎসাহিত হলেন প্রধানমন্ত্রী। বললেন, কেন উপাধি দেওয়া হয়েছে? কাকে কাকে দেওয়া হয়েছে? ততোধিক গম্ভীর গলায় বিজ্ঞানীটি বলেন, অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য নরেন্দ্র মোদি, জগদীপ ধনখাড়, বিপ্লব দেব, অনন্তকুমার হেগড়ে, ত্রিবেন্দ্রকুমার সিং, রঞ্জিত শ্রীবাস্তব . গিরিরাজ সিং, সত্যপাল সিং,প্রজ্ঞা ঠাকুর, হর্ষবর্দ্ধনকে সায়েন্স লরিয়েট উপাধি দেওয়া হয়েছে। মোদিজি বুঝতে পারলেন তাঁকে একা পেয়ে রগড়ে মেতেছে বিজ্ঞানীরা। কি করে বেরোনো যাবে এই চক্রব্যূহ থেকে?

বিহারের এক বিজ্ঞানী বললেন, জানি আপনি নামকরণ করতে খুব ভালোবাসেন। দেশের নানা জায়গার মুসলমানি বা খ্রিস্টানি নাম বদলে হিন্দু নামকরণ করেন। কিন্তু মোদিজি চাঁদের জমির 'শিবশক্তি' নামটা ঠিক হয় নি। এতে অন্য দেশের কাছে ভুল বার্তা যাবে।

--কেন? কেন?

-এ নাম আপনি হিন্দুশাস্ত্র থেকে নিয়েছেন। অন্য দেশের লোক ভাববে চাঁদে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আপনি এই নাম দিয়েছেন।

এই বিজ্ঞানীর কথা শেষ হতে না হতে বাংলার বিজ্ঞানীটি উঠে দাঁড়ালেন। এবার একটু ভয় হল মোদিজির। বাঙালিরা যে ত্যাঁদোড় টাইপের সে কথা তিনি গত বিধানসভা নির্বাচন থেকে বুঝেছিলেন। এ আবার কি বলবে কে জানে! বাঙালি বিজ্ঞানী বললেন, আমার অনুরোধ এবার থেকে অপবিজ্ঞানের খেলা বন্ধ করুন। আচ্ছা, আপনি বাঙালি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার নাম শুনেছেন? মোদিজি ঘাড় নাড়তে বিজ্ঞানী বললেন, মেঘনাদ সাহার জীবনের একটা গল্প বলি শুনুন। ঢাকা শহরের এক উকিল তাঁর গবেষণার বিষয় জানতে চাইলে মেঘনাদ সাহা উৎসাহের সঙ্গে তা বিবৃত করেন। সব শুনে উকিলটি বললেন যে এইসব গবেষণার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই, কারণ এ সমস্তই বেদে আছে। ড. সাহা জানতে চান বিজ্ঞানের তত্ত্ব বেদের কোন অংশে আছে। উত্তরে উকিলটি বলেন যে বেদ তিনি পড়েন নি, তবে তাঁর বিশ্বাস বেদে সবই আছে। এর পর কয়েক বছর ড. সাহা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ পড়েন। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও তিনি তাদের মধ্যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব দেখতে পান নি। এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে বাঙালি বিজ্ঞানী বলেন, আপনারা হলেন সেই উকিলের উত্তরসূরী। মোদিজি বুঝতে পারলেন বিপদ ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে। ব্যাপারটাকে লঘু করার জন্য তিনি বললেন, এ সব জুমলা। রাজনীতিকদের এ রকম জুমলা করতে হয়। সভা ভরে গেল অট্টহাস্যে। চারিদিকে 'জুমলা' শব্দটি প্রবলবেগে ধ্বনিত হতে লাগল।

৭

আহা এমন যদি হত

আমাদের চন্দ্রযান-৩ যেদিন চাঁদের মাটি স্পর্শ করে সেদিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বিদেশে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। জোহানেসবার্গ থেকে তিনি অবশ্য ভার্চুয়াল মাধ্যমে চন্দ্রযানের চন্দ্রে অবতরণের দৃশ্য দেখেন। তারপর বিদেশে তিনি ভারতের ডঙ্কা বাজান। খুবই স্বাভাবিক। কারণ আমাদের চন্দ্রযানের সাফল্য কম নয়। চাঁদের যে মেরুতে অন্য কোন দেশের চন্দ্রযান অবতরণ করে নি, সেখানে অবতরণ করেছে চন্দ্রযান-৩। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য ভারতের ডঙ্কা বাজানোর সঙ্গে নিজের ডঙ্কা বাজাতে ভোলেন নি।

রুদ্ধতায় একমুঠো শুদ্ধতা

আহমদ রাজু

ধারাবাহিক গল্প

তুষি শিক্ষিত, ভদ্র একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে সে বাঙালি মেয়ে নয়; ভারতীয় মর্ডান, যাকে বলে উত্তর আধুনিক। বাঙালিয়ানা আর বাংলা ভাষার সাথে তার পরিচয় নেই বললেই চলে। হিন্দি আর ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলে। এমন মেয়েকে বাবা কোনভাবেই মেনে নেবে না। তাইতো ঠোঁটের আগায় এসেও বার বার ফিরে গেছে সবার সামনে প্রকাশ করার সত্যটা। আমি কোনভাবেই বাবা-মায়ের মনে কষ্ট দিতে পারবো না। তাতে আমার ওপর দিয়ে যতই ঝড় ঝাপ্টা পেরিয়ে যাক না কেন।

বছরখানেক আগেও ভালই ছিলাম। অফিস- বাসা, রবিবারে বন্ধুদের সাথে দূরে কোথাও লং ড্রাইভে হারিয়ে যাওয়া। মাঝে মাঝে দেশে বাবা-মায়ের সাথে ভিডিও কলে কথা বলা। বেশ চলছিল জীবনটা। কী কুক্ষণে যে তুষির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল? তা না হলে আজকে হৃদয় নামক সংবিধানে টানাপোড়েনের সৃষ্টি হতো না। বেশ ভাল করে মনে আছে, সুজিতই আমাকে তুষির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

রবিবারের এক বিকেলে ওয়েস্ট মিনিস্টার আবেতে আমরা ক'বন্ধু ঘুরতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ সামনে আসে প্যান্ট- শার্ট পরা ছাব্বিশ-সাতাস বছরের একটি মেয়ে। গোলগাল মুখের গড়ন, চোখ দু'টি আতসি কাচের ওপর হালকা সবুজের প্রলেপ যেন। ঘন কালো চুল ঘাড় অবধি রেখে সম্প্রতি ছেটে ফেলা হয়েছে যা দেখলেই বোঝা যায়। বলা নেই কওয়া নেই সুজিত বলল, 'স্বদেশ এ তুষি, আর তুষি এ....' ওর কথা শেষ না হতেই মেয়েটি হিন্দিতে বলল, 'স্বদেশ, তাইতো?'

আমিতো হতবাক। মেয়েটির সাথে এই প্রথম আমার দেখা হলো অথচ প্রথম দেখায় সে আমার নাম বলে দিল! আমার মুখের অবস্থা দেখে সে বলল, 'কী স্বদেশ বাবু, প্রথম দেখায় আপনার নাম আমি জানলাম কীভাবে এইতো ভাবছেন?'

আমি মুখটা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'হু।'

'আপনি আসলেই বোকা। এইমাত্র সুজিদ দাদা-ই তো আপনার নাম বললো।'

আমি আবারো ধাক্কা খেলাম। বাবা-মা বোকা বলে আমাকে বরাবরই। তাইবলে একজন অপরিচিত মেয়ে বলবে? তাও লণ্ডন শহরে! আমাকে ভাবনার সাগরে নিমজ্জিত হতে না দিয়ে সুজিত বলল, 'তুষি মহারাষ্ট্রের মেয়ে। সেদিন এসেছে লণ্ডনে।'

আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু আছে যারা ভারতীয়। হিন্দিতে কথা বলে। তাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে কমবেশি হিন্দি বলা শিখেছি। এমনকি বুঝতেও কোন সমস্যা হয় না। তাইতো হিন্দিতে তুষিকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'পড়াশুনা করতে এসেছেন নাকি?'

'বেড়াতে এসেছি।'

'কতদিন থাকবেন?'

'সেটা অবশ্য এখনই বলা যাচ্ছে না। মনের ওপর নির্ভর করছে। তাছাড়া এ দেশটা আমাকে কতটা গ্রহণ করবে সেটাওতো ভাবা দরকার।'

বললাম 'দেশতো আপনাকে অবশ্যই গ্রহণ করবে। ঘুরে ঘুরে দেখুন, এখানকার চারিদিকে শুধু সৌন্দর্য আর সৌন্দর্য। যা দেখে আপনি শেষই করতে পারবেন না।'

'আপনার সাথে ঘুরলে কোন আপত্তি নেই তো?' বলল তুষি।

আমি হেসে উঠে বললাম, 'আমার সময় কই? সারাদিন অফিসে ব্যস্ত থাকতে হয়।'

'অফিসের সময় আপনাকে একদম জ্বালাবো না। তারপর আপনার হাতে তো অঢেল সময়।'

আমি কেন তাকে কাটছাট কথা বলতে পারছি না, তা বুজে আসে না। সরাসরি বলে দিলেইতো পারি- 'আমার সময় নেই। আর মেয়েদের সাথে ঘুরে বেড়ানোর কোন ইচ্ছা আমার ভেতরে জাগ্রত হয়নি- হবেও না আশাকরি।' কোন এক অদৃশ্য কারণে বলতে পারি না। তবুও মনের সাথে যুদ্ধ করে বললাম, 'সুজিত আছে, কবির-সোহেল আছে। আপনার কোন অসুবিধা হবে না।'

আমাকে স্তব্ধ করে দিয়ে বলল, 'সবার সাথে কী আর মন মেলে? সে তো ঐশ্বরিক দান।'

বলে কী মেয়েটা! আমার একাকিত্ব আছে সেটা অস্বীকার করছি না। এর মানে এই নয় যে, সেই একাকিত্ব দূর করার জন্যে একজন মেয়েকেই বেছে নেবো। কখনও ভাবনায় আসেনি এমন কিছু। এখানে এই কয় বছরে বন্ধু- বান্ধব কম জোটেনি। তাদের সঙ্গে সময়-অসময় ভালইতো কেটে যায়। আমি যে একা সেটা বুঝতে পারি যখন রাতে ক্লান্ত- অবসন্ন শরীর নিয়ে বাসায় ফিরি। কিংবা ছুটির দিন দুপুর বারোটা অবধি ঘুমিয়ে যখন রান্না ঘরে যাই রান্না করার জন্যে। রান্না যে একেবারে পারি না তা নয়, পারি; বেশ ভালই পারি। নিজের কথা বলে বলছি না, অনেককে খাওয়ানোর সৌভাগ্য হয়েছে এতদিন। তারা কেউ খারাপ বলেছে মনে হয় না। তাই বলে রান্না করতে আমার যে ভাল লাগে তা নয়; স্রেফ দায় ঠেকে রাধতে হয়। নয়তো কে যায় পাকের ঘরে? আমার নীরবতা দেখে তুষি বলল, 'কী হলো, আমার কথায় কী জমে গেলেন? রাজী তো?' সে আমার দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দেয়। ইতস্তত আমি। কী করবো বুঝতে পারছি না। তাছাড়া ওরা সবাই যে আমাদের নিয়েই হাসি তামাশায় মজে আছে তা আর বুঝতে বাকী থাকে না। আমি ওদের দিকে তাকাতেই ওরা চোখ ফিরিয়ে উল্টো দিকে তাকায়। 'হ্যালো হ্যান্ডসাম, আমি কিন্তু আপনার দিকে হাত বাড়িয়েই রেখেছি।' তুষি বলল।

মন চাইছে হাতটা বাড়িয়ে দিই। তবে বন্ধুরা কী ভাববে সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিজেকে কুক্ষিগত করে রাখি। এমন সময় সুজিত তার চোখ দুই হাত দিয়ে ঢেকে পা টিপে টিপে কাছে এসে বলল, 'তুই তো আসলেই একটা বোকা। নিজের ভাল পাগলেও বোঝে। আর তুই কিনা.....।'

ওর কথা শেষ না হতেই তুষি বলল, 'দেখুনতো দাদা, আমার মতো এমন হ্যান্ডসাম সুইট গার্ল তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে রেখেছে আর সে কিনা নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে!'

'স্বদেশ পাগলামোর একটা সীমা আছে। আশাকরি তুই সে সীমা অতিক্রম করবি না।' বলল সুজিত।

'আমি এখন বুঝতে পারছি তোরা আমাকে জেনেশুনে বিপদে ফেলছিস।'

'তাই যদি বুঝে থাকিস তাহলে হাতটা বাড়াচ্ছিস না কেন?'

'আচ্ছা, হাত বাড়ালেই কী আর না বাড়ালেই বা কী?'

'এসব প্রশ্ন-উত্তরের বহু সময় সামনে পাবি তুই। ধরতো হাতটা চেপে।' বলে আমার হাত টেনে তুষির হাতের মুঠোর ভেতরে পুরে দেয়। মুহূর্তে আমি যেন এক নতুন আবেশ অনুভব করি। সমস্ত শরীর দুলে ওঠে আমার। কেন এমন হলো তা যেমন বুঝিয়ে বলতে পারবো না, তেমনি সে পরম অনুভূতিও ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকায় তুষির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে এই ভুলে যাবার কারণ, গত রাতে বিকেলে পার্কে ঘটে যাওয়া ঘটনা মামুলি বলে মাথা থেকে জোর করেই ঝেড়ে ফেলেছিলাম। তাতে অবশ্য কষ্ট হয়েছিল। ঘুরে ফিরেই তুষির মুখোচ্ছবি ছায়াছবির মতো মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল। রাতেই আপন মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তুষিকে নিয়ে কিছুই আর ভাববো না। বেশকিছু কারণ সামনে এসে ধরা দিয়েছিল। দেশে বাবা-মা আমার মুখ চেয়ে আছে। তারা চায়, একজন অতিপ্রাকৃত বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করে সংসারী হই। বিয়ের পর বউকে লণ্ডনে নিয়ে গেলেও তাদের কোন আপত্তি নেই। আমিই এতদিন রাজি হইনি। এখন যদি তুষির মতো মর্ডান মেয়েকে নিয়ে কিছু ভাবি তাহলে তারা যে কষ্ট পাবে তা কোনদিন লাঘব করতে পারবো না। উথাল-পাথাল চিন্তা তুষিকে আমার মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে বাধ্য করেছে। বিকেলে যখন অফিস থেকে বের হয়ে আমার গাড়ির দিকে যাই তখন আমিতো অবাক। তুষি আমার গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওকে না দেখার ভান করে গাড়িতে উঠতে যাবো এমন সময় আমার হাত টেনে ধরে বলল, 'হ্যালো মিস্টার, চব্বিশ ঘন্টা পার হতেই প্রিয় মানুষটাকে ভুলে গেলেন?'

আমি মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা ফুটিয়ে বললাম, 'দুঃখিত, খেয়াল করিনি।'

'এই একটা শব্দ যে কত সমস্যার সমাধান করতে জানে।' বলল তুষি।

'মানে?'

'এই যে বললেন সরি। ছোট্ট একটা শব্দ; অথচ দেখুন সব সমস্যাকে কেমন করে তড়িৎ সমাধান করে দেয়।'

'ঠিকইতো।'

'আমি কখন বললাম বেঠিক। শুধু আপনি যে মিথ্যা বলেছেন এটা বেঠিক।'

'বুঝলাম না।'

'আপনি বোঝেন-এবং বোঝেন। শুধু মনের সাথে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে আমাকে ভুলতে চেষ্টা করছেন; তাইতো?'

তুষির কথায় আমি হতভম্ব হয়ে যাই। বললাম, 'আপনি কিছু মনে করবেন না, আসলেই আমি...'

আমার কথা শেষ না হতেই তুষি বলল, 'আসলেই আপনি সত্যিই বোকা। না হলে আমার মতো একজন রূপবতীকে না দেখে কেউ কি করে অন্য দিকে চলে যেতে পারে?'

আমি বুঝতে পারি, তুষি আমার মনের অবস্থা সব বুঝতে পেরেছে। তাইতো কথা না বাড়িয়ে বললাম, 'আপনার সব কথা মানলাম। এখন আসি তাহলে। আমার কিছু কাজ আছে।'

'কাজ তো থাকবেই। চলুন আমি আপনার সাথে যাবো।'

'আমার সাথে!'

'কেন? এখানে অবাক হবার কী আছে?'

'না তা বলছি না।'

'তাহলে আর কিছু বলতে হবে না। গাড়িতে উঠুন।' বলে তুষি ড্রাইভারের পাশের আসনে উঠে বসে। তারপর বহু চেষ্টা করেও ওকে আমার থেকে আলাদা করতে পারিনি। একদিন বন্ধুরা একপ্রকার জোর করেই আমাদের বিয়ে দিয়ে দেয়। অবশ্য শুধু বন্ধুরা জোর করে বিয়ে দিয়েছে একথা পুরোপুরি ঠিক নয়, নিজের ইচ্ছাও যে একদমই ছিল না তা নয়। বন্ধুদের ইচ্ছা আর আমার ইচ্ছা মিলেমিশে একাকার হয়েই তুষি আমার জীবনের অংশ হয়ে যায়। সে এক বছর আগের কথা। ওর পরিবারের সবাই জানে। তাদের সাথে দু'একবার আমার কথাও হয়েছে। এবার দেশে আসার সময় তুষি আসতে চেয়েছিল। আমিই রাজি হইনি। তাকে বলেছিলাম, বাবা-মাকে বুঝিয়ে বলে তাদের অনুমতি নিয়েই তোমাকে নিয়ে যাবো। তাদের না জানিয়ে যদি আগেই তোমাকে নিয়ে হাজির হই তাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তুষি সেদিন বুঝেছিল আমার মনের অবস্থা। অবশ্য সে এও বলেছিল, 'যদি শুনি দেশে যেয়ে তুমি কোন মেয়ের দিকে তাকিয়েছো, কিংবা বিয়ে করেছো তাহলে ভেবো না আমি অভিমান করে বিবাগী হবো। সোজা আন্তর্জাতিক আদালতে তোমার নামে মামলা ঠুকে দেবো। তখন কিন্তু তোমার দেশে যাওয়া আমাকে আটকাতে পারবে না।' যদিও সে হাসতে হাসতে কথাটা বলেছিল। কিন্তু সে যে এমন কাজ করতে পারবে না তা অন্তত আমার বিশ্বাস হয় না। আমাকে ভালবাসার জন্যে- সারা জীবন আটকিয়ে রাখার জন্যে তার পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব। বাংলাদেশে নিয়মমাফিক সবকিছু হয় না। বিশেষ করে সময়ের কাজ সবসময় নির্দিষ্ট সময়ে করা সম্ভব হয় না, পারিপার্শ্বিক অবস্থায়- আবহগত অবস্থায় অথবা ভৌগলিক অবস্থার কারণে। তা না হলে ভাঙাগেট রেলক্রসিং পার হয়ে কেন জ্যামে পড়তে হবে? সোনাডাঙ্গা বাসস্ট্যাণ্ড থেকে আমরা যখন গড়াই নামক বাস গাড়িতে উঠি তখন দুপুর একটা। পদ্মবিলা পৌঁছাতে দুটো পনের মিনিট থেকে আড়াইটা বাজবে এটা একপ্রকার নিশ্চিত যদি কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। কে জানতো, ভাঙাগেট পার হয়ে এভাবে ঐতিহাসিক জ্যামে পড়তে হবে! ঐতিহাসিক বলছি এই কারণে, আজ যে আমার বিয়ে! আর এদিনেই জ্যামে পড়তে হলো? এখানে কারো কিছু করার নেই। রাস্তার একপাশে রক্ষণাবেক্ষণের কারণে এক লেন দিয়ে গাড়ি চলাচল করছে বেশ কিছুদিন ধরে। ট্রাফিক সিস্টেম না থাকায় প্রথমদিন থেকেই বিপরীত দিকে গাড়ি আসতে দেখে অন্য পাশের গাড়ি নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকে নিজেদের দায়িত্বে। আজ দুপুরে দুই পাশ থেকে দুটি গাড়ি এক লেন দিয়ে ঢুকে পড়ায় বাঁধে বিপত্তি। দু'টি গাড়ি যাওয়া মানে পেছনে একের পর এক গাড়ি যেতেই থাকে। শেষে এমন এক অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়- দুইপাশের গাড়ি মুখোমুখি; কেউ আর কোনদিকে যেতে পারে না। ইতিমধ্যে দু'চার ঘন্টা পার হয়ে গেলেও সুরাহা হয়নি কিছুই। কোন কোন গাড়ি এদিক ওদিক যাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। ছোট কাকুর তো গায়ে জ্বলনি উঠে গেছে। সে শুধু একা একা বকবক করতে থাকে। একবার সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকায় তো আরেকবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করে অবস্থাটা কী। প্রতি পাঁচ মিনিটে আমার মোবাইলে দু'বার তো ছোট কাকুর মোবাইলে তিনবার কল দিচ্ছেন বাবা। আমরা যেন তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরি। বরযাত্রীরা সবাই নাকি আমাদের জন্যে অপেক্ষায় আছে। ছোট কাকু তো একবার না পেরে বাবাকে ভিডিও কল করে আমাদের অবস্থানটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে দেয়। তারপর থেকে অবশ্য বাবা একবারও কল করেনি। বাবা কল না দেয়ায় আমি মনে মনে খুশিই হই। সৃষ্টিকর্তা যদি সহায় থাকেন তাহলে এ যাত্রা হয়তো বেঁচে যাবো। না হলে সামনে যে কী আছে তা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে আমার। জ্যাম কাটিয়ে আমরা যখন বসুন্দিয়া মোড়ে বাস থেকে নামি তখন সন্ধ্যা ছয়টা। তড়িঘড়ি একটা ভ্যানগাড়ি নিয়ে বাড়িতে পেঁছে যাই আরো পনের মিনিট পর।

ভেবেছিলাম বাবা হয়তো বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিয়েছেন, কিংবা যা কিছু একটা। অথচ বাড়ি পেঁছে আমিতো অবাক। বাড়ি ভর্তি লোকজন যত্রতত্রভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে; কেউ দাঁড়িয়ে- কেউ বসে, কেউবা দূরে তেঁতুল তলায় দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। বাবা আমাদের দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি তোমাদের অবস্থাটা।

চলবে..

অন্তরালে

শংকর সাহা

বইয়ের সেল্ফ থেকে ম্যাগাজিনটি হাতে নিয়ে পড়তে বসে নবনীতা। অবসরে সময়ে সংসারের সমস্ত কাজ সামলে এই বই পড়াটাই আজ যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে তার। মনের কোণে আজও স্বপ্নগুলোকে যে বেঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে সে। বাবার সাথে হারমোনিয়ামে গান শেখা, আবৃত্তি পাঠ আজ বিয়ের আগের সেইসব কথা মনে পড়লে যেন চোখে জল চলে আসে তার। ম্যাগাজিনটি উল্টোতে উল্টোতে তার নজরে আসে একটি গল্প ' বিন্নি ধানের খই' গল্পটি উৎসুকভাবে পড়তে থাকে নবনীতা। পড়তে পড়তে গায়ে শিহরণ দিয়ে উঠে তার। এ যে শুধু গল্প না মনে হচ্ছে তারই এক জীবন্তদর্পণ। লেখক কত সুন্দর ভাবে লিখেছেন একটি মেয়ের জীবনের না বলা কথাগুলো। গল্পটি পড়ার পর থেকে নবনীতার মনে একটি ভাবনা আসে এমন ভাবনা শুধু যে সৌম্যই জানতো। এই পৃথিবীতে বাবার পরে যদি কেউ থাকে তবে সৌম্যই সবসময় তার পাশে থেকেছিল। তাকে নূতন করে স্বপ্ন দেখানো, গানকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে শেখা এ যেন সৌম্যই শিখিয়েছিল তাকে। সেই যে অভিমান করে কোথায় যে চলে গেছে আজ নতুন করে আবার তাকে মনে পড়ছে তার সেইদিন যে তার করার কিছুই ছিলনা। শুধুমাত্র বাড়িতে বাবার কথা রাখতেই এতোবড়ো সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল তাকে। অভিমানের শব্দগুলো যে কতটা কষ্ট দেয় আজ নবনীতার প্রতিটি মুহূর্ত সৌম্যর কথা মনে হতে থাকে।

বইটি হাতে নিয়ে লেখক পরিচিতিতে নবনীতার চোখে আসে শুধুই লেখা' পুনশ্চ '। কলম প্রকাশনী।

পরের দিন ছেলে ঋষিকে স্কুলের গাড়িতে উঠে দিয়ে কলেজ স্ট্রীটের সেই দোকানটিতে যায় সে। কলম প্রকাশনীর কাছে গিয়ে নবনীতা জানতে চায় গল্পটির আসল লেখক কে? প্রকাশক প্রথমে নামটি বলতে চাননি। পরে নবনীতার অনুরোধে জানান এই বইটির লেখক ড: সৌম্যনীল সাহা। নবনীতার বুঝতে দেরি হয়না ড: সৌম্যনীল আর কেউ নন এ যেন তার সৌম্য। আজ সৌম্যের লেখা আমার পড়ছে গোটা দেশ। প্রকাশককে অনুরোধ করে কোনোভাবে সৌম্যর নম্বর আর বাড়ির ঠিকানটি জানতে পারে সে। পরের দিন ছেলে স্কুলে গেলে হাতে মোবাইলটি নিয়ে সেই নম্বরটি ডায়াল করে। দুইবার ফোনটি বেজে গেলেও কেউ ধরেনা। অবশেষে ফোনের উপার থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে আসে,

'হ্যালো, এটি কি সৌম্যনীল সাহার নম্বর। ওনি বাড়ি আছেন? '

'আপনি কে বলছেন '

নবনীতা মৃদু গলায় বলে উঠেন, 'আমি ওনার একজন পাঠিকা বলছি। ওনাকে ফোনটি দেওয়া যাবে? '

'সরি, আসলে বাবুকে ডাক্তার বাবু কথা বলতে বারণ করেছেন। ওনি খুব অসুস্থ। বাবু সুস্থ হলো আপনি না হও কথা বলবেন। '

'কি হয়েছে ওনার.. '

ওপার থেকে ফোনটি কেটে দেয়। নবনীতা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে আসে। আজ সৌম্যের এমন অবস্থার জন্যে সে যে দায়ী। সেদিন যদি বাড়ির সবার কথা বা শুনতো তবে আজ....

জানালার পাশ দিয়ে বাইরের আকাশটাকে উদাসীন ভাবে দেখতে থাকে সে। আজ যে বাঁধভাঙা কান্নায় নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না সে.

টাইগার হিল

সামিম আক্তার

হাজার হাজার দর্শক আজ অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ,
কখন উঠবে তুমি জেগে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে ।
কনকনে শীতে আজ কাঁপছে সারা দার্জিলিং শহর ,
তবু কেউ ভুলছে না করতে তোমার অমূল্য কদর।
ক্লান্ত আরোহী অতি ভোরে করেছে যে নিদ্রাচুর্ণ,
তোমায় এক দর্শনে করবে যে নিজের স্বপ্নপূর্ন ।
অবশেষে হলো যে প্রতীক্ষার পালা শেষ ,
তোমায় এক মুহূর্তে দেখা গেল সুন্দররূপে বেশ।
কালো আভা ভেদ করে তুমি উঠলে যখন পর্বতের গাবেয়ে,
ভ্রমণপিপাসু দর্শক উঠলো চেঁচিয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে ।
দূরে দণ্ডায়মান বরফাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া,
মুহূর্তের অবর্তমানে তা হয়ে গেল রক্তিম শিরা ।
সৃষ্টিকর্তা সৃজিলেন বহু অলংকার দিয়ে এই সুন্দর টাইগার হিল,
শত শুকরিয়ায় হবে নাগো শেষ সৃষ্টির মহান মিল।

স্নেহ দিয়ে

কোমল দাস

দাদুর কাছে খোকন সোনা শুধায় বারেবারে
এই শিশুরা এত রাতে কেন পথের ধারে?
আমরা তো আজ গিয়েছিলাম বিয়ের দাওয়াত খেতে
হচ্ছে যে রাত সেই কারণেই বাড়ি ফিরে যেতে।
কিন্তু দাদু পথের পাশের ওই শিশুরা কারা
এত রাতে কেন ওরা এমন বাঁধনহারা?
ছোট্ট শিশু এত রাতে কেনো পথের পাশে?
কও না ওদের বাড়ি যেতে, বিপদ যদি আসে!
মলিন মুখে দাদু বলেন ওরা কপাল পোড়া
নেই যে কোন বাড়ি ওদের পথশিশু ওরা,
সকল সময় সবাই ওদের সুনজরে দেখো
পারো যদি এই শিশুদের স্নেহ দিয়ে রেখো।

ছড়া-ছড়ি

অঙ্ক জটিল

আসগার আলি মণ্ডল

জীবন খাতার অঙ্ক জটিল
বোঝা বড়ই দায়
সঠিক ভাবে বুঝতে হলে
সঠিক গুরু চাই।
যোগ-বিয়োগের অঙ্ক করে
কাটে সারা বেলা
রাখবো কাকে ! কাটবো কাকে !
চিত্তে চলে খেলা।
গুণের অঙ্ক বড়ই কঠিন
হতাশ হতে হয়
অযথা ভুল করলে পরেই
আসে পরাজয়।
আঁকিবুঁকি অনেক ভাবায়
ভাগের অঙ্ক এলে
সত্য যেটা ভাবতে হবে
অসত্যকে ফেলে।

ঔদ্ধত্য

হাফিজুর রহমান

অবহেলা আর অহঙ্কার
একই রক্তের ভাই,
আলাদা হলেও স্বভাব
মনুষ্যত্ববোধ নাই।
ধার-ধারে না বদনামের
ভীতি নেই লজ্জার,
লোভী বংশে জন্ম নেয়া
বাহির-টা সজ্জার।
এ পরিবারের বড়ো শত্রু
পতন নামের বিশেষ্য;
সময়েরই প্রমাণ সবসময়
নিরহংকারের - বশ্য।

শীত বুড়ি

উমর ফারুক

সবুজ বনের ভেতর দিয়ে
থমকে গেলে রেল
দেখবে তোমার বুকের ভেতর
প্রাণ এল অঢেল।
সূর্য তখন গগন পানে
মারবে উকি ঝুঁকি।
দেখবে তোমার সবুজ মনে
উড়ছে সবুজ পাখি।
শকুন চোখা কালো বেড়াল
করবে দেখে মেউ
নির্জনতার গভীর বনে
থাকবে না তো কেউ।
তখন তুমি চমকে গিয়ে
একটু অবাক হবে
দেখবে আকাশ আবছা আলো
সাঁঝ হয়েছে সবে ।
রক্তিমাকাশ মেঘের ভেলায়
খেলবে লুকোচুরি
দেখবে তখন আসবে তেড়ে
থুত্তুরে শীত বুড়ি।

পাখি

শাহীন খান

মন আমার হলদে বরণ পাখি
মিষ্টি ডাগর আঁখি
গাছের ডালে বানায় বাসা
চেয়েই আমি থাকি ।
আপন মনে বেড়ায় উড়ে
থাকে আমার হৃদয় জুড়ে
করে সে ডাকাডাকি,
কখন বা গান করে
সকল হিয়া প্রাণ ভরে
তারই সাথে এই যে আমার
বড্ড মাখামাখি
দিবানিশি তাইতো তারে
মনের পটে আঁকি।

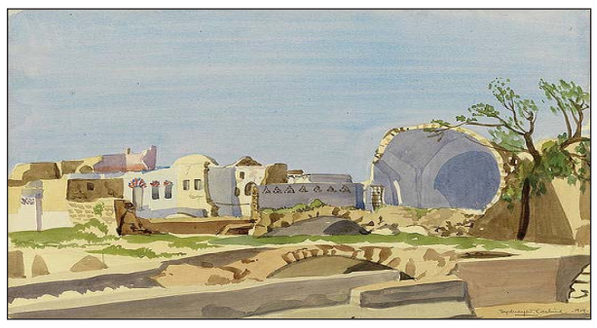

সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা

জুলফিকার আলি মিদ্দে

স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি একটি ভাষা হয়
তার ব্যকরণ হলো নেতাজী
যে ব্যাকরণ রপ্ত করলে বীরপুরুষ হওয়া যায়।

একদা ব্রিটিশ ও তাদের পদলেহনকারীরা
নেতাজীকেও সন্ত্রাসী বলতো,
আজকে ওদের পরিভাষায় ফিলিস্তিনিরাও তাই।
মাথায় কিছুই ঢোকে না আমার,
সবকিছুই কেমন গোলমেলে লাগে,
তাহলে সন্ত্রাসবাদের সঠিক সংজ্ঞাটি কী?

মানুষের চাওয়া

মুস্তাফিজুর রহমান

পৃথিবী জন অরন্যে ঘেরা একটি বিচরণ ভূমি
মানুষ তার প্রধান উপযোগী প্রাণী ।
এই নদ নদী পাহাড় পর্বত পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করছে,
এই মানুষ নামক প্রাণীর জন্য।
স্রোষ্টা পৃথিবীকে সাজিয়েছেন অতিব সুন্দর কারুকার্যে,
না চাইতেও সব পেয়েছি জল, অক্সিজেন,,
শত নিয়ামতে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী,
সবিই তো এই মানুষের জন্যই।
আমরা পৃথিবীতে চলছি সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে,
এগিয়ে চলেছি ক্রমাগত সম্মুখ পানে।
তাকিয়ে দেখিনি উপরে বা নিচে,
তাই স্রোষ্টার আজো চিনেনি।
আমরা সুখ চাই, শান্তি চাই, নিরাপত্তা চাই,
কোথায় পাবো সেই চাওয়া পাওয়া,
আজো আমরা বুঝেনি।
না আছি আমরা পৃথিবীর সুখের সন্ধানে ,
না আছি জান্নাতি সুখের অন্বেষণে।।

অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনালে জার্মানির কাছে টাইব্রেকারে হেরে স্বপ্নভঙ্গ ফ্রান্সের

আপনজন ডেস্ক: এ যেন ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালের পুনর্মঞ্চায়ন! নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় শেষে আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স ফাইনাল গড়িয়েছিল টাইব্রেকারে। সেখানে ফ্রান্সকে ৪-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। ইন্দোনেশিয়ায় এবারের অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনালে আজ একটি দল বদলেছে। আর্জেন্টিনা নয়, আজ অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনালে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ ছিল জার্মানি। কিন্তু ফ্রান্সের জন্য সেই একই রকম হৃদয় ভাঙার গল্প। ছোটদের ফাইনালে শেষ মুহূর্তের গোলে নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২-এ সমতা নিয়ে শেষ করে ফ্রান্স। টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী অতিরিক্ত সময় ছিল না ম্যাচে, সরাসরি গড়িয়েছে টাইব্রেকারে। সেখানে জার্মানির কাছে ৪-৩ গোলে হেরে হৃদয় ভেঙেছে ফ্রান্সের। আর প্রথমবারের মতো ছোটদের বিশ্বকাপ জিতেছে জার্মানরা।

টাইব্রেকারে প্রথম ৫ শটে প্রতি দলই গোল পেয়েছে ৩টি করে। এরপর সাডেন ডেথে গড়ায় টাইব্রেকার। ষষ্ঠ শট থেকে গোল করতে পারেনি ফ্রান্স। ফরাসিদের মিসের পর গোল করে ছোটদের বিশ্বকাপে প্রথম শিরোপা জয়ের আনন্দে মেতেছে জার্মানির খেলোয়াড়েরা।

টাইব্রেকারে প্রথম শট নেয় ফ্রান্স। প্রথম শট থেকেই গোল পায় তারা। কিন্তু জার্মানির নেওয়া প্রথম শটটি ফিরিয়ে দেন ফ্রান্সের গোলকিপার। দ্বিতীয় শটে গোল পেয়েছে দুই দলই। ফ্রান্স তিন ও চার নম্বর শটে গোল পায়নি। কিন্তু ওই দুই শটে গোল পেয়েছে জার্মানি। পাঁচ নম্বর শট থেকে গোল পায় ফ্রান্স। আর জার্মানির শট ঠেকিয়ে দেন ফ্রান্সের গোলকিপার।

এর আগে ম্যাচে খুব একটা আধিপত্য দেখাতে না পারলেও ২৯ মিনিটে প্যারিস ব্রুনারের গোলে এগিয়ে যায় জার্মানি। ৫১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন উইনার্স ওসায়ে। ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়া ফ্রান্স অবশ্য ২ মিনিট পরই ব্যবধান কমায় সাইমন বুয়াব্রের গোলে। ৬৯ মিনিটে দুই হলুদ কার্ডের খাঁড়ায় পড়ে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন জার্মানির গোলদাতা ওসায়ে। এরপর ৮৫ মিনিটে ফ্রান্সকে সমতায় ফেরান মাতিস আমাগু।

টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন জার্মানির প্যারিস ব্রুনার। ৮ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট পেয়েছেন আর্জেন্টিনার আগুস্তিন রুবের্তো। সেরা গোলকিপার হয়েছেন ফ্রান্সের পল আর্নি। কাতার বিশ্বকাপের মতো এখানেও ফেয়ার প্লের ট্রফি জিতেছে ইংল্যান্ড।

ফাইনাল কীভাবে জিততে হয়, সেটা বলার অধিকার আমার নেই: সৌরভ

আপনজন ডেস্ক: ঘরের মাঠে দুর্দান্ত খেলেও বিশ্বকাপ জেতা হয়নি ভারতের। ফাইনালে রোহিত শর্মার দল হেরে যায় অস্ট্রেলিয়ার কাছে। এর ঠিক ২০ বছর আগে ২০০৩ বিশ্বকাপেও ফাইনালে হেরেছিল ভারত। সেই বিশ্বকাপে ভারতের অধিনায়ক ছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলী। তাই ফাইনাল হারের অনুভূতি কেমন, সেটা ভালোই জানেন সৌরভ।

বিশ্বকাপ ফাইনাল হারার পর অনেকেই ভারতকে ফাইনাল খেলার নানা কৌশল বাতলে দিচ্ছেন। ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ সেই দলে নেই। তাঁর দাবি, কীভাবে ফাইনাল জিততে হয়, সেটা বলার অধিকার তাঁর নেই।

অধিনায়ক হিসেবে তিনবার ফাইনাল খেলেছেন সৌরভ। তাঁর অধীনেই ২০০০ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে খেলেছিল ভারত। তবে সেই ফাইনালে তারা হেরেছিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। এরপর ২০০০ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও ফাইনালে উঠেছিল ভারত। তবে বৃষ্টির কারণে সেই টুর্নামেন্টে যৌথ চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত-শ্রীলঙ্কা।

২০০৩ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে সৌরভের ভারত। মূলত অধিনায়ক হিসেবে ফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা খুব একটা ভালো নয় বলেই ফাইনাল জেতার কৌশল সম্পর্কে বলতে চাইছেন না ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক।

ওয়েড, সিরিজ জিতে নিল ভারত

কলকাতায় সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে আমি তিনটি ফাইনাল খেলেছি, হেরেছি দুই ম্যাচে—২০০৩ বিশ্বকাপ ও ২০০১ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি (আসলে ২০০০ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি)। ফাইনাল কীভাবে জিততে হয়, সেটা বলার অধিকার আমার নেই। আমি শুধু এক ফাইনালেই জিতেছি, সেটাও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথভাবে। অন্তত তারা টুর্নামেন্টে দাপট দেখিয়ে ফাইনাল খেলেছে। আশা করছি, একদিন জিতবে, ভারতের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে।'

সৌরভ বিসিসিআইয়ের সভাপতি থাকার সময়েই ভারতের প্রধান কোচ হন রাহুল দ্রাবিড়। সৌরভ এখন আর বোর্ডের দায়িত্বে না থাকলেও দ্রাবিড় এখনো ভারতের প্রধান কোচ। সম্প্রতি দ্রাবিড়ের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদও বাড়িয়েছে বোর্ড।

দ্রাবিড়ের সঙ্গে বোর্ড চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোয় খুশি তাঁর সাবেক সতীর্থ সৌরভ, 'দ্রাবিড়ের ওপর বোর্ড ভরসা রেখেছে, এতে আমি বিস্মিত নই। আমি সভাপতি থাকার সময়েই দ্রাবিড়কে কোচ হাওয়ার জন্য রাজি করিয়েছিলাম। এটা দেখে ভালো লাগছে, তার মেয়াদ বাড়ছে। জুনে আসছে বিশ্বকাপের জন্য শুভেচ্ছা। এবারই বিশ্বকাপ জয়ের খুব কাছে ছিল। তারা ফাইনাল জেতেনি ঠিক আছে, তবে যেভাবে ভারত খেলেছে, বিশ্বকাপে সম্ভবত তারাই সেরা দল ছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজে বিশ্বকাপের আগে আরও সাত মাস সে হাতে পাচ্ছে। আশা করছি, ওই বিশ্বকাপে সে আর রানার্সআপ নয়, চ্যাম্পিয়ন থাকবে।'

হারের পর 'মেসি মেসি' স্লোগানের জবাবে রোনাল্ডোর উড়ন্ত চুমু

আপনজন ডেস্ক: সেটা গত এপ্রিলের ঘটনা। সৌদি প্রো লিগে আল হিলালের মুখোমুখি হয়েছিল আল নাসর। সেদিন ম্যাচের আগে আল নাসরের খেলোয়াড়েরা গা-গরমের সময় ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে খেপিয়েছিলেন আল হিলালের সমর্থকেরা।

পর্তুগিজ তারকা আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর গত জানুয়ারিতেই সৌদি আরবের ফুটবলপ্রেমীরা দেখেছেন লিওনেল মেসির নামে স্লোগান তাঁর তেমন একটা সহ্য হয় না। সৌদি সুপার কাপে রোনাল্ডো গা-গরমের সময় তাঁকে খেপিয়ে তুলতে মেসির নামে স্লোগান ধরেছিলেন আল ইত্তিহাদের সমর্থকেরা। ব্যাপারটা যে রোনাল্ডোর খুব ভালো লাগেনি, সেটি তাঁর মুখভঙ্গিতেই পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে।

আল হিলালের সমর্থকেরা তাই সুযোগটা ছাড়েননি। সেই এপ্রিলে তারা গ্যালারিতে 'মেসি! মেসি!'স্লোগান ধরার পর সহ্য করতে না পেরে বাজে অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন রোনাল্ডো এবং সে জন্য সমালোচিতও হয়েছিলেন। রোনাল্ডো সম্ভবত সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। গতকাল সৌদি প্রো লিগে 'রিয়াদ ডার্বি' ম্যাচেও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। আল হিলালের কাছে ৩-০ গোলে হারের এই ম্যাচে বিরতিতে রোনাল্ডো মাঠ ছাড়ার সময় তাঁকে তাক করে গ্যালারিতে 'মেসি! মেসি!'স্লোগান ধরেন আল হিলাল সমর্থকেরা। কিন্তু এ যাত্রায় রোনাল্ডো আর মেজাজ হারাননি। মুচকি হাসির সঙ্গে উড়ন্ত চুমু উপহার দিয়ে মাঠ ছাড়েন আল নাসর তারকা। নেইমারের দল আল হিলালের হয়ে বিরতির পর জোড়া গোল করেন সার্বিয়ান তারকা আলক্সান্দার মিত্রোভিচ। অন্য গোলটি তাঁর সার্বিয়া সতীর্থ সের্হেই মিলিনকোভিচ-সাভিচের। চোটের কারণে আপাতত মাঠের বাইরে রয়েছেন নেইমার। ম্যাচে আল হিলালের খেলোয়াড় ও রেফারির সঙ্গে কয়েকবার তর্কে জড়ান রোনাল্ডো। বিরতির পর আল নাসর ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকতে আল হিলালের জালে বলও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) প্রযুক্তি অফসাইডের কারণে গোলটি নাকচ করে দেয়। আল নাসর কোচ লুইস কাস্ত্রো এ সময় ফোন বের করে সহকারী রেফারিকে ফোন দেওয়ার ভঙ্গি করে বোঝানোর চেষ্টা করেন, ভিএআর ভুল ছিল। যোগ করা সময়েও রোনাল্ডো অফসাইড থাকায় গোল পায়নি আল নাসর। আল হিলালের বিপক্ষে গোল না পেলেও সৌদি প্রো লিগটা ভালোই কাটছে ৩৮ বছর বয়সী রোনাল্ডোর।

জেতার ছন্দ বজায় রাখল মোহনবাগান

আপনজন ডেস্ক: এএফসি কাপ থেকে বিদায় নিলেও আইএসএলে দারুণ ছন্দ বজায় রাখল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট)। ওড়িশার মাটিতে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে টানা পঞ্চম ম্যাচ জিতে রেকর্ড গড়ে ফেলল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। হায়দরাবাদকে ২-০ গোলে হারাল তারা। এই মরশুমে প্রথম ৫ ম্যাচের পাঁচটিতেই জিতল মোহনবাগান। এর আগে আইএসএল-এ এমন নজির গড়তে পারেনি কোনও দলই। ৮৫ এবং ৯০+৫ মিনিটে গোল করেন হ্যামিল এবং আশিস রাই।

ছেলের জন্য কোহলিকে উদাহরণ টানবেন লারা

আপনজন ডেস্ক: বিরাট কোহলি নিঃসন্দেহে সময়ের সেরাদের একজন। কারও কাছে তো তিনি সর্বকালের সেরাও। যাঁরা কোহলিকে সর্বকালের সেরা মানেন, তাঁদের যুক্তিও ফেলনা নয়। ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ৫০ শতকের মালিক কোহলি। টেস্টে তাঁর শতক ২৯টি, টি-টোয়েন্টিতে ১টি। এমন অবিশ্বাস্য সব সংখ্যার জন্ম দেওয়া কোহলির আরও একটি চমৎকার ব্যাপার আছে, সেটা খেলার প্রতি তাঁর নিবেদন। কোহলি সম্পর্কে কথা বলতে গেলে কোহলির এই নিবেদনের প্রসঙ্গও চলে আসে। কোহলির নিবেদনকে কতটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখেন সবাই, তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে কিংবদন্তি ব্রায়ান লারার কথা শুনলে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক এই ক্রিকেটার বলেছেন, তাঁর ছেলে খেলাধুলায় আসতে চাইলে তিনি কোহলির কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিতে বলবেন।

কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে লারা বলেছেন, 'আমার ছেলে আছে। আমি বলতে পারি, যদি সে খেলাধুলায় আসতে চায়, আমি কোহলির নিবেদন ও পরিশ্রমকে উদাহরণ হিসেবে টানব। সেটা শুধু তাঁর শক্তিমত্তা বাড়াতে নয়; বরং ১ নম্বর খেলোয়াড় হওয়ার জন্য।'

সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে বেশ কয়েকটি রেকর্ড গড়েছেন কোহলি। টুর্নামেন্ট-সেরার স্বীকৃতি পাওয়ার পথে এক বিশ্বকাপ আসরে সর্বোচ্চ ৭৬৫ রান করেছেন। শচীন টেন্ডুলকারের দুই যুগের বেশি সময় স্থায়ী সর্বোচ্চ ৪৯ শতকের রেকর্ডও ভেঙেছেন।

তবে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত হেরে যাওয়ায় একরাশ হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে কোহলিকে। বিশ্বকাপ জিততে না পারায় অনেকে তো তাঁর এই বিশ্বকাপ পারফরম্যান্সকেও বড় করে দেখতে রাজি নন। বলতে চাইছেন, যার জন্য এমন পারফরম্যান্স করতে চেয়েছেন কোহলি, সেই কাঙ্ক্ষিত বিশ্বকাপও তো জেতা হলো না।

তবে লারার ভাবনাটা ভিন্ন। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তির মতে, দলীয় খেলাতেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স গুরুত্বপূর্ণ, 'আমি জানি, অনেকেই বলবেন বা ইতিমধ্যেই বলেছেন, ভারত বিশ্বকাপ না জেতায় কোহলির এমন কীর্তি তেমন কোনো বিষয় নয়। জিততে হয় দল হিসেবে, আর একজন খেলোয়াড় হিসেবে সেটাই ১ নম্বর লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু দলগত সাফল্যে পেতে সহায়তা করে ব্যক্তিগত সাফল্য। যেটা বিশ্বকাপে কোহলি ম্যাচের পর ম্যাচ করে দেখিয়েছেন।'

বিশ্বকাপ শেষে কোহলি এখন অবসর সময় কাটাচ্ছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি থেকেও বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে তাঁকে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট দিয়ে মাঠে ফিরবেন এই তারকা।

যারা সব জিতেছে আমি তাদের একজন: মেসি

আপনজন ডেস্ক: এক বছর আগে ঠিক এই সময়টাতে অন্য রকম এক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন আর্জেন্টিনা ফুটবল দল ও তাদের সমর্থকেরা। কাতার বিশ্বকাপে সৌদি আরবের কাছে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হারের পর ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল দলটি। পরে টানা ছয় ম্যাচ জিতে ৩৬ বছর পর আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ শিরোপা পুনরুদ্ধার করে। লিওনেল মেসিও নিজের ট্রফি ক্যাবিনেট সম্পূর্ণ করেন।

বিশ্বকাপ জেতার আগে ক্লাব পর্যায়ে ও ব্যক্তিগত অর্জনে সবকিছু জিতেছিলেন মেসি। অপেক্ষা ছিল শুধু বিশ্বকাপ শিরোপাটা উঁচিয়ে ধরার। কাতারে এক বছর আগে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন মেসি। সম্প্রতি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয় নিয়ে বানানো এক প্রামাণ্যচিত্রে মেসি বলেছেন, বিশ্বকাপ জিতে তাঁর সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে। তিনি এমন একজন, যিনি সবকিছু জিতেছেন। বিশ্বকাপ জেতাটা কতটা আনন্দের ছিল, সেটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেসি বলেছেন, 'এটা সবারই আকাঙ্ক্ষার বিষয়। সবাই বড় স্বপ্ন দেখে এবং জাতীয় দলের হয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া সবচেয়ে বড় ব্যাপার। আমি সৌভাগ্যবান যে আমি ক্লাব পর্যায়ে বার্সেলোনার হয়ে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে সবকিছু জিততে পেরেছি। শুধু এটাই (বিশ্বকাপ) আমার অধরা ছিল। খুব কমসংখ্যক মানুষ আছে, যারা বলতে পারে যে তারা সবকিছু জিতেছে। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ যে আমি তাদের একজন।'

পরিশ্রম ও একাগ্রতা দিয়ে কাজ করে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছানো সম্ভব বলেও মনে করেন মেসি, 'আপনি যদি চেষ্টা, আত্মত্যাগ, কাজ ও বিনয়ী হয়ে কিছু চান, তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনি নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন। পথটা কঠিন হতে পারে, কিন্তু নিজের স্বপ্নপূরণে আপনাকে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আমি সব সময় ফুটবল খেলাটা ভালোবেসেছি। জাতীয় দলের হয়ে খেলাও ভালোবেসেছি।'

একসময় জাতীয় দলের হয়ে টানা ব্যর্থতার কারণে আর্জেন্টাইনদের কাছে 'খলনায়কে' পরিণত হয়েছিলেন মেসি। এমনকি ব্যর্থতার দায় নিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায়ও বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেসিই আর্জেন্টিনাকে জিতিয়েছেন বিশ্বকাপ। নিজের খারাপ সময়কে মেসি মনে করেছেন এভাবে, 'আমার খারাপ সময় গেছে। আমার পরিবার এবং যেসব মানুষ আমাকে ভালোবাসে তারাও এর মধ্য দিয়ে গেছে। (আর্জেন্টিনায় সমালোচকেরা) এ প্রজন্মের খেলোয়াড়দের প্রতি খুবই অন্যায্য আচরণ করেছিল। তারা আমাকে নিয়েও অনেক বাজে কথা বলেছে। তবে আমি বিদ্বেষী নই।'

এক বছর আগে বিশ্বকাপ জয় পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে বলেও মনে করেন মেসি, 'আমি অনুভব করি যে এ জয় আমার জন্য পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে। আমি আর্জেন্টিনার সব মানুষের হৃদয় জিততে পেরেছি। আজ আর্জেন্টিনার ৯৫ কিংবা ১০০ ভাগ মানুষ আমাকে ভালোবাসে। এই অনুভূতি দুর্দান্ত।'

উঃ ২৪ পরগনা জেলার শাসনের সানবেড়িয়া নব উদয় সংঘের পরিচালনায় দিবারাত্রি আটদলীয় নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের শান্তির দূত পায়রা উড়িয়ে শুভারম্ভ করেন ৩৮ নং উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য তথা জেলা পরিষদের দক্ষ কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, ছিলেন কীর্তিপুর -১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মান্নান আলী, এসরাইল আলি, তৃষ্ণা পাত্র, ইয়ানবী মোদি, হাফিজুর রহমান, সাবিরসহ অন্যান্যরা।

আইপিএল নিলামের ড্রাফটে নেই সাকিব-লিটন

আপনজ ডেস্ক: সাকিব আল হাসান ও লিটন দাস—দুই বাংলাদেশি ক্রিকেটারকেই আইপিএলের পরের মৌসুমের আগে ছেড়ে দিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এবার বাংলাদেশের এই দুই ক্রিকেটার নেই আইপিএলের ড্রাফটেও। সাকিব-লিটন না থাকলেও দুই কোটি রুপি ভিত্তিমূল্যের পুলে আছেন মোস্তাফিজুর রহমান। তাঁকেও ছেড়ে দিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। এবারের আইপিএল ড্রাফটে মোস্তাফিজসহ আছেন বাংলাদেশের ছয়জন। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে আইপিএলের ড্রাফটে যাঁরা আছেন—মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, হাসান মাহমুদ, শরীফুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজ, মোস্তাফিজ ও তাসকিন আহমেদ। তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ মোস্তাফিজের ভিত্তিমূল্য ধরা হয়েছে দুই কোটি রুপি। আইপিএলের নতুন আসরের নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ১৯ ডিসেম্বর দুবাইয়ে। এবারই প্রথমবার আইপিএল নিলাম হতে যাচ্ছে ভারতের বাইরে। আইপিএল নিলামের অংশ হওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশের ১ হাজার ১৬৬ জন ক্রিকেটার নিজেদের নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন। যেখানে আইসিসির সহযোগী সদস্যদেশের ৪৫ জন ক্রিকেটার আছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়নি, এমন ক্রিকেটার আছেন ৯০৯ জন, যার মধ্যে ৮১২ জনই ভারতের। ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছেন, এমন ক্রিকেটার এই তালিকায় আছেন ১৮ জন।

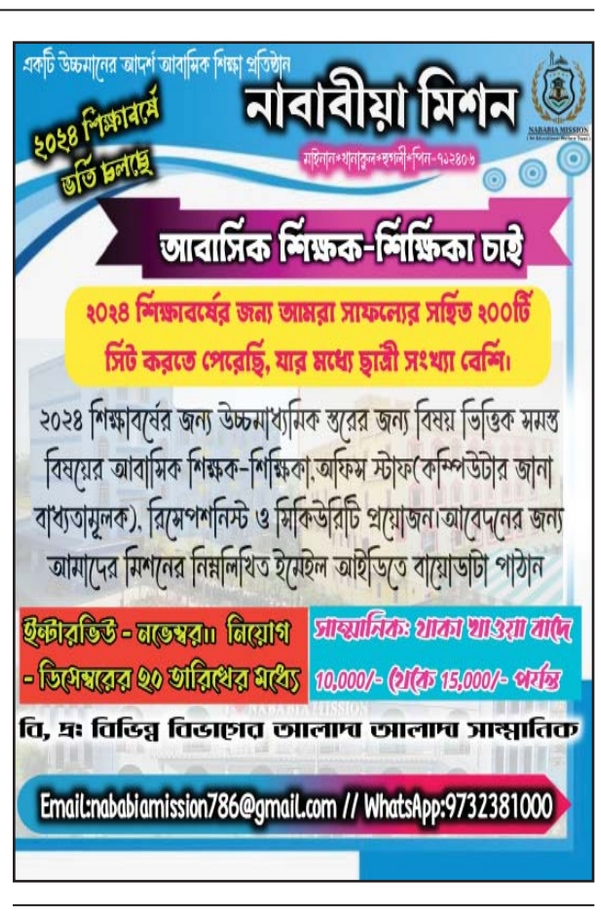

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**